الصوفية

في ميزان الكتاب والسنة

কুরআন ও সুন্নাহ-এর মানদণ্ডে

تأليف : محمد جميل زينو

মূল ঃ

মুহাম্মাদ জামীল যাইনূ

শিক্ষক, দারুল হাদীছ, মাক্কা-মুকার্‌রামাহ

ترجمه إلى اللغة البنغالية :

محمد هارون حسين

অনুবাদ ঃ

মুহাম্মাদ হারূন হোসাইন

Taif Islamic Education Foundation

Taif - Azizyah - Tel : 7344388
Fax : 7360822 - P. O. Box : 4155

কুরআন ও সুন্নাহ-এর মানদণ্ডে

সূফীবাদ

সূচীপত্র

فهرسة

বাংলা	পৃঃ নং	الموضوع
১- সূফীবাদের তত্ত্ব কথা	8	١-حقيقة الصوفية
২- সূফীবাদের কতিপয় বাণী	25	٢-من أقوال الصوفية
৩- সূফীবাদের কারামাতসমূহ	29	٣-كرامات الصوفية
৪- সূফীবাদের নিকট জিহাদ	31	٤-الجهاد عند الصوفية
৫- মানুষের (সূফীদের) নিকট ওলী দ্বারা উদ্দেশ্য	33	٥-مفهوم الولي عند الناس
৬- রাহমানের আউলিয়া	35	٦-أولياء الرحمن
৭- শয়তানের আউলিয়া	36	٧-أولياء الشيطان
৮- ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্খা	38	٨-الخوف والرجاء
৯- ক্বাসীদায়ে বুরদাহ সম্পর্কে আপনি কি জানেন?	40	٩-ماذا تعرف عن قصيدة البردة ؟
১০-'দালাইলুল খাইরাত' কিতাব সম্পর্কে আপনি কি জানেন?	48	١٠-ماذا تعرف عن كتاب دلائل الخيرات؟

বাংলাদেশের খ্যাতিমান সালাফী আলেম,সহীহ্ আল-বুখারীর ব্যাখ্যাসহ সফল অনুবাদক শাইখুল হাদীছ অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ সাহেব প্রদত্তঃ

বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسـلين نبينـا محمد وعلى وآله وصحبه وسلم أجمعين و بعد:

(الصيوفية فى ميزان الكتـاب والسـنة) কিতাব খানা আমি একান্ত মনোযোগের সাথে আদ্যোপান্ত পাঠ করে দেখেছি। কিতাবটি সংকলন করেছেন মক্কায়ে মো'আয্‌যামার দারূল হাদীছ বিদ্যাপীঠের মহামান্য অধ্যাপক বহুগ্রন্থের প্রণেতা শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনূ। মাননীয় লেখক উক্ত কিতাবে সূফীবাদী তথাকথিত ওলী-আউলিয়াদের অন্তর্নিহিত তথ্যাদি পরিস্কার ভাবে পাঠক বর্গের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। উম্মতের সালাফে সালেহীনের গৃহীত পথ অনুযায়ী কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে লেখক সূফীবাদীদের শিরক্ ও বিদ'আতমূলক ইসলাম বিরোধী ভ্রান্ত ও শূন্যগর্ভ 'আক্বীদা গুলোর বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। বাংলার তথাকথিত পীরভক্ত ওলী-আউলিয়া প্রভাবিত ধর্মভীরূ বিভ্রান্ত মুসলিম জনতার পথনির্দেশরূপে কিতাবটির গুরূত্ব অত্যধিক বলে আমরা একান্তভাবে বিশ্বাস করি। কিতাবটির বঙ্গানুবাদ এবং বহুল প্রচার ও প্রকাশ আমাদের একান্তই কাম্য।

সম্প্রতি আমাদের স্নেহভাজন তরূণ ও উদীয়মান লেখক শাইখ মুহাম্মাদ হারূণ হোসাইন বাংলা ভাষায় কিতাবটি অনুবাদ করেছেন। অনুদিত এই পুস্তকের নামকরণ করেছেন -"কুরআন ও সুন্নাহের মানদন্ডে

সূফীবাদ"। নিঃসন্দেহে অনুবাদক একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। শাইখ মুহাম্মাদ হারূণ হোসাইন কর্তৃক অনুদিত "কুরআন ও সুন্নাহের মানদন্ডে সূফীবাদ"- গ্রন্থটির প্রকাশনার প্রতি আমরা চিন্তাশীল বদান্য ও সংস্কারপ্রিয় ব্যক্তিবর্গের নেক দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং গ্রন্থটির বহুল প্রচার অন্তর দিয়ে কামনা করছি।

وآخردعوانا أن الحمد لله رب العلمين ، وصلى الله على نبينـــا محمـــد وآلـــه وصحبه وسلم ،

মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ
১৬/০১/২০০৩

অনুবাদকের আরজ

الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد ..

আল্লাহ প্রদত্ত্ব অভ্রান্ত সত্য খুব পরিষ্কার। সে কারণে ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাস ও সংস্কৃতিতে ভেজাল মিশ্রণের প্রচেষ্টা হকপন্থী বিদ্বানদের নিকট আর অস্পষ্ট থাকে না। তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 'হক' বর্ণনা করতঃ যে কোন ভেজাল ও দূরভিসন্ধি সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক ও সাবধান করে দেন। মক্কার দারুল হাদীছ-এর সুযোগ্য শিক্ষক শায়খ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু প্রণীত "কুরআন ও সুন্নাহ-এর মানদণ্ডে সূফীবাদ" নামক বইটি অনুরূপ এক অমূল্য অবদান। এটি মাননীয় লেখকের 'হক' ও বাত্বিলের পার্থক্য নির্দেশক সংক্ষিপ্ত অথচ নিরীক্ষণমূলক প্রামাণ্য বই।

মূল আরবী বইটি পাঠ করে বাংলা ভাষায় এর অনুবাদ খুবই জরুরী মনে করি। কেননা, নামে বেনামে উক্ত সূফীবাদ বাংলাদেশের মুসলিমদের আক্বীদা-বিশ্বাসে সুক্ষ্ম অনুপ্রবেশ করে আছে। আর অনেকেই এ ধরনের অমূলক ধর্মীয় বিশ্বাসকে 'হক' ও নির্ভুল ইসলাম মনে করে স্বযত্ন লালন করে চলেছেন। এমন কি এর বিপরীতে 'হক' তুলে ধরাকে বিভ্রান্তি ও ফেৎনা বলে আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত হচ্ছেন না। কাজেই বাংলাদেশের মুসলিম ভাই ও বোনদের কাছে বিষয়টি তুলে ধরা অতি প্রয়োজন মনে করে অনুবাদে হাত দেই। আল্লাহর ফজল ও করমে আজ বইটি 'কুরআন ও সুন্নাহ-এর মানদণ্ডে সূফীবাদ' নামে পাঠকদের খিদমতে পেশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বইটি অনুবাদ শেষ করে তা পর্যালোচনার জন্য বন্ধুবর শায়খ আব্দুল বারী আব্বাস ও শায়খ মত্বীউর রাসূল সা'য়িদীকে আহবান জানাই।

তাঁদেরকে নিয়ে অনুবাদ পাণ্ডুলিপি মূল আরবী বই-এর সাথে মিলিয়ে নিরীক্ষা করা হয়। অতঃপর বাংলাদেশের খ্যাতিমান সালাফী আলেম সহীহ আল-বুখারীর অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকার শাইখুল হাদীছ অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ সাহেবের খিদমতে বইটি পুণঃপর্যালোচনা করার ও একটি মূখবন্ধ লিখে দেওয়ার জন্য সবিনয় পেশ করি। তিনি অনুবাদ পান্ডুলিপি পাঠ করে একখানা বানী লিখে দিয়ে বইটির শোভা বর্দ্ধন করেন। অবশেষে বইটি প্রকাশ করার জন্য তায়েফ ইসলামিক এ্যাডুকেশন ফাউন্ডেশন দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। বইটি অনুবাদ ও প্রকাশনায় যাঁরা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম জাযা দান করুন। আমীন!

বইটি অনুবাদের সময় লেখকের মূল ভাব তুলে ধরতে খুব চেষ্টা করা হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও আমাদের সীমাবদ্ধতা বিদিত। তাই ভুল-ভ্রান্তি থাকাটা স্বাভাবিক। নেকীর কাজে সগযোগিতা মনে করে কোন উদার পাঠক ভুল-ভ্রান্তি ধরে দিলে দ্বীন অনুবাদক খুব খুশী হব। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নির্ভেজাল দ্বীনের খিদমত করার তাওফীক দিন! আমীন!!

দু'আ প্রার্থী

অনুবাদক
মুহাম্মাদ হারূন হোসাইন
তায়েফ ইসলামিক এ্যাডুকেশন ফাউন্ডেশন
তায়েফ, সউদী আরব
৫/১০/২০০২

حقيقة الصوفية

সুফীবাদের তত্ত্ব কথা

সুফীবাদ ইসলামী বিশ্বে প্রসার লাভ করেছে। আর মানুষেরা ইহার সাহায্যকারী কিংবা প্রতিরোধকারী দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কাজেই মুসলিম কিভাবে 'হক' চিনবে? সে কি সূফীদের সাহায্যকারী দলের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাদের সাথেই চলবে? না কি সে সূফীদের প্রতিরোধকারীদের একজন হবে এবং তাদেরকে বর্জন করে চলবে? (এই দ্বন্দ্ব নিরসনে) অবশ্যই কিতাব ও সহীহ্ সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতে হবে, যাতে তদ্বিষয়ে সঠিক তথ্য অবগত হওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) (النساء: من الآية٥٩)

"অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে দ্বন্দ্বে পতিত হও, তা হলে ইহা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।" - নিসা/৫৯

রাসূল [সাল্লাল্লাহ 'আল্লাইহি ও সাল্লাম], তাঁর সাহাবা,তাবে'ঈ ও তাবে-তাবেঈনদের যুগে ইসলাম সূফীবাদের নামও জানত না। অতঃপর একদল সাধক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল। আর তারা পশমী[১] কাপড় পরিধান করল। তখন থেকে তাদের উপর এই নাম আখ্যা পেল।

কেউ কেউ বলেন, সূফী কথাটি (الصوفيا) সুফিয়া শব্দ হতে গৃহীত। যার অর্থঃ হিকমত বা কৌশল। যখন ইউনানী (গ্রীক) দর্শন শাস্ত্রাবলীর অনুবাদ হয় (তখন থেকেই এই শব্দের প্রয়োগ হয়)। সূফীদের কেউ

---

(১) الصوف 'আস-সৌফ' থেকে সূফী শব্দটির উৎপত্তি। আর 'সৌফ' বলা হয় পশমী কাপড়কে। হিন্দুদের যুগী-সন্যাসীর ন্যায় মুসলিমদের এক শ্রেণী এই ধরনের সৌফ বা পশমী কাপড় পরে নিজেদের সাধু হিসেবে পরিচয় দিতে লাগে। তখন থেকেই ইসলাম বিকৃতকারী এই ধরনের সন্যাসীদেরকে সূফী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে ইহা একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় 'আক্বীদায় পরিণত হয়েছে।- অনুবাদক।

কেউ এও ধারণা করে থাকেন যে, ইহা (الصفاء) শব্দ হতে চয়ণকৃত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কেননা, (الصفاء) শব্দের প্রতি সম্বন্ধ করলে (صفـــائي) 'সফাঈ' হয়, সুফী হয় না। যেমন আবুল হাসান নদভী স্বীয় কিতাব (ربانيـــة لا رهبانيـــة) -এ বলেন, আহা তারা যদি সূফী না বলে "আত্মশুদ্ধি" কথাটি বলত! যেমনটি আল্লাহ এরশাদ ফরমানঃ

(وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ) (البقرة: من الآية١٢٩)

"আর তিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং পবিত্র করবেন (আত্মার শুদ্ধি ঘটাবেন)। - বাক্বারা/১২৯

কাজেই এই নতুন নামের প্রকাশ মুসলিমদের মাঝে একটি ফেরকা (ফেৎনা) মাত্র। আর প্রথম যুগের সুফীদের থেকে শেষ যুগের সুফীরা অনেক ভিন্ন। তাদের মাঝে এমন অনেক বিদ'আতের প্রচলন ঘটেছে, যা ইহার পূর্বে ছিল না। ইহা হ'তে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সতর্ক করে দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছেঃ

(إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)

رواه الترمذي وقال حسن صحيح .

"তোমরা নবাবিষ্কৃত বিষয়াবলী হ'তে সাবধান! কেননা, সকল নবাবিষ্কৃত বিষয়ই বিদ'আত। আর সকল বিদ'আতের পরিণাম ভ্রষ্টতা।"

-তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীছটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ন্যায়-বিচার এই যে, আমরা সূফীবাদের শিক্ষাকে ইসলামের মানদন্ডে ফেলব, যেন দেখতে পাই- ইহা ইসলামের কতখানি নিকটে অথবা কতখানি দূরে ঃ

১- সূফীবাদের একাধিক ত্বরীকা রয়েছে। যেমনঃ তিজানিয়্যাহ, ক্বাদেরীয়্যাহ, নাক্শবান্দীয়্যাহ, শাযলীয়্যাহ. রাফাঈয়্যাহ ইত্যাদি। অনেক পথ, যাদের প্রত্যেকটি 'হক্ব'-এর উপর আছে বলে দাবী করে এবং অন্যটিকে বাত্বিল জানে। অথচ ইসলাম দলবিভক্তি হতে নিষেধ করে। এই মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

(وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ،مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) (الروم: ٣١ ، ٣٢)

"আর তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা তাদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত।" -রূম/ ৩১-৩২

২- সূফীরা আল্লাহ ছাড়া নবী, ওলী ও জীবিত, মৃতদেরকে আহবান করে থাকে। তারা বলেঃ হে জীলানী! হে রিফা'ঈ! হে ফরিয়াদ শ্রবণকারী আল্লাহর রাসূল! আপনি সাহায্য করুন! হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার উপর ভরসাকারী। অথচ আল্লাহ্ অন্যকে আহ্বান (দু'আ) করতে নিষেধ করেন। আর ইহাকে শিরক হিসেবে গণ্য করে এরশাদ ফরমানঃ

(وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ) (يونس:١٠٦)

"আর আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডেকো না, যে তোমার ভাল করবে না এবং মন্দও করবে না। বস্তুতঃ তুমি যদি এমনটি কর, তাহলে তুমিও (তখন) জালেমদের[২] অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"- ইউনূস/১০৬

আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(الدعاء هو العبادة) رواه الترمذي وقال حسن صحيح

"দু'আই এবাদত।" -*তিরমিযী, তিনি হাদীছটিকে হাসান সহীহ বলেন।*

অতএব, সালাত যেমন এবাদত দু'আও অনরূপ একটি এবাদত। আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকা জায়েয নয়, যদিও রাসূল বা ওলী হোন! আর ইহা শিরকে আকবার (বড় শিরক্)-এর একটি। যা আমল বাত্বিল করে দেয় এবং তাকে (মুশরিককে) চির জাহান্নামী করে।

---

(২) আয়াতে উল্লেখিত, (الظالمين) দ্বারা (المشركين) বা মুশরিক জনতা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তুমি যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকো, তাহলে তখন তুমিও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

৩- সুফীরা এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, তথায় আবদাল, কুত্বব ও ওয়ালী আউলিয়া রয়েছেন, যাদের প্রতি আল্লাহ্ কর্মসমূহ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। অথচ জিজ্ঞাসাকালে প্রদত্ত মুশরিকদের জবাবের বিবরণ দিয়ে আল্লাহ বলেনঃ

(وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ) (يونس: من الآية٣١)

"আর কে কর্ম সম্পাদানের ব্যবস্থা করেন? তখন তারা বলবে আল্লাহ।"

-ইউনূস/৩

আর সুফীরা বিপদ-মুসীবত আপতিতকালে আল্লাহ ছাড়া অন্যের আশ্রয় চেয়ে থাকেন। অথচ আল্লাহ্ বলেনঃ

(وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (الأنعام:١٧)

"আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্ট (ক্ষতি) দেন, তা হলে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে তিনি যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" -আল-আন'আম/১৭

জাহেলী যুগে মুশরিকদের উপর আপতিত বিপদ-মুসীবতের বিবরণ দিয়ে আল্লাহ বলেনঃ

(ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ) (النحل: من الآية٥٣)

"অতঃপর যখন তোমরা দুঃখ-কষ্টে পতিত হও, তখন তাঁরই নিকট কান্নাকাটি কর।"-নহল/৫৩

৪- সূফীদের এক শ্রেণী অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। তাদের নিকট স্রষ্টা ও সৃষ্টি (খালেক ও মাখলুক) বলতে কিছু নেই। সবই সৃষ্টি সবই 'ইলাহ'। এদের পুরোধা হচ্ছে সিরিয়ার-দামেস্ক-এ সমাহিত "ইবনু আরাবী"। সে বলেঃ

العبد رب والرب عبد ... ياليت شعري من المكلف ؟

إن قلت عبد فذاك حق ... أو قلت رب فأنى يكلف ؟

(الفتوحات المكية لابن عربي)

"বান্দাই রব্, আর রব্ই বান্দা, আহা যদি জানতাম কে দায়িত্বশীল? যদি বলি বান্দাহ, তাহলে তা-ই সত্য। অথবা যদি বলি রব্, তবে কোথা হতে তিনি দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেন?

৫- সূফীবাদ দুনিয়ার যাবতীয় উপায়-উপকরণ অবলম্বন ও আল্লাহর পথে জিহাদ ছেড়ে দিতে ও বৈরাগ্যতার পথ বেছে নিতে আহবান জানায়। অথচ মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

(وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا) (القصص: الآية٧٧)

"আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তা দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।"- ক্বাসাস/৭৭

(আল্লাহ্ আরও বলেনঃ)

(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) (الأنفال: الآية٦٠)

"তোমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি-সামর্থ নিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর...।" - আনফাল/৬০

৬-সূফীরা তাদের শায়েখদের (ধর্মগুরু) কে 'ইহসানে'র মঞ্জিল দিয়ে থাকে এবং আল্লাহর যিক্রকালে তাদের শায়েখদের (পীর, পুরোহিত, গুরু ও মুরব্বী) কে কল্পনায় নিয়ে আসার জন্য (অনুসারী) সূফীদের প্রতি আহবান জানায়। এমনকি সালাত আদায়ের সময়েও (তারা তাদের শায়েখদেরকে সামনে কল্পনা করে। তাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে।) আমার নিকটে এক লোক ছিল, তাকে তার শায়েখের ছবি সালাতের সামনে রাখতে দেখেছি। অথচ রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) رواه مسلم

"ইহসান হচেছ- আল্লাহর এবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে না দেখ, তাহলে (এই বিশ্বাস ষোলআনা রাখবে যে) তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।

৭-সূফীবাদ এই দাবী করে থাকে যে, আল্লাহর-এবাদত তাঁর জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে কিংবা জান্নাতের লোভে করা যাবে না। এ

প্রসঙ্গো তারা রাবে'আহ আল-'আদভীয়্যাহ-এর নিম্নোক্ত কথামালা দ্বারা দলীল হিসেবে সাক্ষ্য গ্রহণ করে।

اللهم إن كنت أعبدك خوفاً من نارك فأحرقني فيها وإن كنت أعبدك طمعاً في جنتك فاحرمني منها .

"হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার জাহান্নামের আগুনের ভয়ে তোমার এবাদত করে থাকি, তা হলে তুমি তাতে আমাকে পুড়িয়ে মার। আর যদি তোমার জান্নাতের আশায় তোমার এবাদত করে থাকি, তাহলে আমাকে তুমি ইহা হতে বঞ্চিত কর।"

আপনি শুনে থাকবেন যে, তারা আব্দুল গানি আল নাবলসী-এর বাক্য পংক্তি দ্বারা কবিতা আবৃত্তি করে। (আর তা হচ্ছে)ঃ

من كان يعبد الله خوفاً من ناره فقد عبد النار ومن عبد الله طلباً للجنة فقـــد عبد الوثن .

"যে ব্যক্তি আল্লাহর এবাদত করে তাঁর অগ্নির (জাহান্নামের) ভয়ে সে যেন আগুনেরই এবাদত করল। আর যে ব্যক্তি জান্নাতের প্রার্থনায় আল্লাহর এবাদত করল, সে যেন ভুতের এবাদত করল।"

অথচ মহান আল্লাহ নবীদের প্রশংসা করেন, যাঁরা তাঁকে ডাকত তাঁর জান্নাত কামনা করে ও তাঁর আযাব হতে ভয় করে। তিনি বলেনঃ

(إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً) (الانبياء: الآية٩٠)

"তাঁরা সৎ কর্মে ঝাপিয়ে পড়ত। তাঁরা আশা ও ভীতি[৩] সহকারে আমাকে ডাকত।"- আল-আম্বিয়া/৯০

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলে কারীমকে সম্বোধন করে বলেনঃ

(قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) (الأنعام:١٥)

"আপনি বলুন! আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হ'তে ভয় পাই। কেননা আমি একটি মহা দিবসের শাস্তিকে ভয় করি।"-আন'আম/১৫

---

(৩) অর্থ্যাৎ নবীগণ জান্নাতের আশায় ও জাহান্নামের ভয়ে আল্লাহকে ডাকতেন। আল্লাহ তাঁদের ডাক পছন্দ করেন ও তাদের প্রশংসা করেন। অথচ সূফীরা ইহার উল্টো বিশ্বাস করে থাকে।

৮-সূফীবাদীরা ঢোল-বাদ্য বাজনা ও উচ্চস্বরে আল্লাহর যিকর করাকে বৈধ মনে করেন। অথচ মহান আল্লহ বলেনঃ

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ) (لأنفال: الآية٢)

"মুমিন তো তারাই, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয়, তখন তাদের অন্তর ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে।" -আনফাল/ ২

অতঃপর আপনি দেখবেন, তারা 'আল্লাহ' শব্দের যিকির করে। এমন কি শেষ পর্যন্ত (আল্লাহ শব্দ ছেড়ে দিয়ে) আহ, আহ শব্দে পৌছে যায়। অথচ রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(أفضل الذكر لا إله إلا الله) رواه الترمذي وقال حديث حسن

"সর্বোত্তম যিক্‌র হচ্ছেঃ "লা ইলা হা ইল্লাল্লাহু" অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন (হক্ব) ইলাহ নেই- এই পুরো কালিমা। আর যিক্‌র ও দু'আর বেলায় উচ্চস্বর আল্লাহর বাণী দ্বারা নিষেধ। অর্থাৎ চেচামেচি করে দু'আ করা নিষেধ। আল্লাহ বলেনঃ

(ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً) (لأعراف: الآية٥٥)

"তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে।" -আ'রাফ/৫৫

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) উচ্চস্বরে (আল্লাহকে ডাকতেন) শুনতে পেয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ

(أيها الناس إربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصماً ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم) رواه مسلم .

"হে মানবমন্ডলী! তোমরা ক্ষান্ত হও! তোমরা কোন বধীর ও গায়েব সত্ত্বাকে ডাকছ না; বরং তোমরা তো অতিশ্রবণকারীর নিকট সত্ত্বাকে ডাকছ- যিনি তোমাদের সাথে আছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর শ্রবণশক্তি ও জ্ঞান নিয়ে তোমাদের সাথে আছেন।"-মুসলিম

৯- সূফীরা মদ ও নিশাযুক্ত দ্রব্যের নাম নিয়ে থাকে। ইবনুল ফারিজ নামী তাদের জনৈক কবি বলেঃ

شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم

"প্রিয়তমের স্মরণে আমরা মুদামা নামীয় সরাব পান করলাম আর সম্মানিত সত্ত্বার সৃষ্টির পূর্বে তদ্দ্বারা আমরা নিশাযুক্ত হলাম।"

আমি তাদেরকে মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছি-

هات كأس الراح واسقنا الأقداح

"রাহ্ নামক মদের গ্লাস দাও, আর আমাদেরকে ডেক্‌ছি ডেক্‌ছি পান করাও!"

আমি বলি, যে আল্লাহর ঘর আল্লাহর যিক্‌র-এর জন্য নির্মাণ করা হয়েছে, সেখানে হারাম মদ-এর নাম নিতে সূফীরা লজ্জা করে না? অথচ মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (المائدة:٩٠)

"হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক সরসমূহ - এ সব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো না। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো- যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও!" -মায়েদা/৯০

১০- সূফীরা যিক্‌র-এর মাজলিসে নারী ও বালকদের আসক্তি, প্রবৃত্তি এবং লাইলা- সুআদ এতদ্ভিন্ন মা'শুকার নাম জপ্ করতে থাকে। মনে হয় তারা যেন গানের আসরে আছে। যেখানে আছে বাজনা, মদের আলোচনা, হাততালি ও চেচামেচি। আর ইহা সুবিদিত যে, 'হাত তালিতো মুশরিকদের এবাদত ও অভ্যাসের অন্তর্গত। মহান আল্লাহ বলেনঃ

(وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً) (لأنفال: الآية٣٥)

"আর কা'বার নিকট তাদের সালাত বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজানো ছাড়া অন্য কোন কিছুই ছিল না।" -আনফাল/৩৫

১১- সূফীরা যিক্‌র-এর সময় 'মিজ্‌হার' নামীয় এক প্রকারের বাজনা ব্যবহার করে - যা শয়তানের গীত। একদা আবুবকর (রাঃ)

আয়েশার গৃহে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন তাঁর নিকট দু'টি বালিকা দফ বাজাচেছ। তখন আবুবকর (রাঃ) বললেন, শয়তানের গীত, শয়তানের গীত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেনঃ "হে আবুবকর! এদেরকে ছেড়ে দাও। কেননা, তারা তো তাদের ঈদের দিনে আছে।"

আবুবকর-এর কথায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সায় দিলেন বটে; কিন্তু তাঁকে এই মর্মে সংবাদ দিলেন যে, বালিকাদের জন্য ঈদের দিনে ইহার অবকাশ রয়েছে। তবে সাহাবা ও তাবেঈন হতে দফ্ ব্যবহারের কোন প্রমাণ মেলে না; বরং ইহা সুফীদের সেই বিদ'আতী কার্যক্রমের অন্তর্গত, যা হতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সতর্ক করেছেন। এরশাদ হচ্ছে-

(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه مسلم .

"কেউ এমন কোন কাজ করল, যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই- তা প্রত্যাখ্যাত।"- মুসলিম

১২- কোন কোন সূফীরা লোহার খণ্ডাংশ দ্বারা নিজেদের দেহে প্রহার করে আর বলেঃ হে দাদু! অতঃপর শয়তানরা তার কাছে সহযোগিতার জন্য তার নিকট আসে। কেননা, সেতো গায়রূল্লাহ নামে সাহায্য প্রার্থনা করেছে। এর প্রমাণে আল্লাহর বাণীঃ

(وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) (الزخرف:٣٦)

"যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর যিক্‌র হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী।"

-যুখরুফ / ৩৬

আর কোন কোন জাহেল ধারনা করে যে, এই কাজটি কারামত বা অলৌকিক কর্মের অন্তর্গত। হতে পারে এই কাজটির কর্তা একজন ফাসেক কিংবা সালাত পরিত্যাগকারী। তাই কি করে আমরা ইহাকে কারামত গণ্য করব? আর সম্পাদনকারী 'হে দাদু' বলে গায়রূল্লাহর

নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল! এই কাজটি তো শিরক ও গোমরাহীর কাজ, যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

(وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ) (الاحقاف: الآية٥)

"তার চেয়ে অধিক গোমরাহ কে (?) যে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের পুজা করে... ।"-আহক্বাফ/৫

এটি গোমরাহীর পথের একটি পর্যায়ক্রম। যখন কর্তা স্বয়ং তার জন্য এই পথ অবলম্বন করে। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

(قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً) (مريم: الآية٧٥)

"বলুন! তারা পথভ্রষ্টতায় আছে, দয়াময় আল্লাহ্ তাদেরকে যথেষ্ট অবকাশ দেবেন... ।"-মরইয়ম/৭৫

১৩- সুফীবাদের অনেক ত্বরীকা আছে। যেমন তিজানিয়া, শায্লিয়া, নাক্শবন্দীয়া ইত্যাদি। অথচ ইসলামের মাত্র একটি ত্বরীকা। ইহার প্রমাণে ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছখানা প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের জন্য তাঁর হাত দ্বারা একটি সরল রেখা অংকন করলেন। অতঃপর বললেনঃ ইহা আল্লাহর সোজা পথ। আর ইহার ডানে ও বামে আরও কয়েকটি রেখা টানলেন। এরপর বললেনঃ এই সমস্ত পথ- যার প্রতিটিতে শয়তান আছে এবং সে দিকে ডাকছে। অতঃপর আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী তেলাওয়াত করলেনঃ

(وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (الأنعام:١٥٣)

"আর নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সে সব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচিছন্ন করে দেবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও!" -আনআম / ১৫৩ (সহীহ) আহমদ ও নাসায়ী

১৪- সুফীবাদ কাশ্ফ বা অন্তর্দৃষ্টি ও অদৃশ্য বিদ্যার দাবী করে। অথচ কুরআন তাদের এই দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এরশাদ হচ্ছেঃ

(قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ) (النمل: الآية٦٥)

"বলুন! আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও জমীনের কেউ অদৃশ্য বিদ্যা জানে না।" -নমল/৬৫

আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমানঃ

(لا يعلم الغيب إلا الله) رواه الطبراني

"আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়েব জানে না।" -*তাবারানী, হাদীছটি হাসান*

১৫- সূফীদের বিশ্বাস যে, মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তাঁর নূর হতে সৃষ্টি করেছেন। আর মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নূর হতে সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। অথচ আল-কুরআন তাদের এই দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করতঃ এরশাদ করেঃ

(قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ) (الكهف: الآية١١٠)

"বলুন! আমি তো কেবল তোমাদের মত একজন মানুষ, আমার কাছে ওহী করা হয়।"-*ক্বাহাফ/১১০*

আদম সৃষ্টি প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেনঃ

(إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ) (ص:٧١)

"যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব।" -ছোয়াদ/৭১

আর (যে হাদীছ দ্বারা 'নবী নূরের তৈরী' দাবীকারীগণ দলিল পেশ করে থাকেন, তা হচ্ছেঃ)

أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر

"হে যাবের! সর্ব প্রথম আল্লাহ তোমার নবীর নূর তৈরী করেছেন।" এইটি বানাওয়াট ও বাত্বিল হাদীছ।

১৬- সূফীবাদ এই ধারণা করে যে, পৃথিবীকে আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর কুরআন তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যা দিয়েছে। এরশাদ হচ্ছেঃ

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (الذريات:٥٦)

"আমি জ্বিন ও ইনসানকে কেবল আমার এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" - জারিয়াত/৫৬

আর কুরআন তার ভাষায় রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)সম্বোধন করে বলেঃ

(وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) (الحجر:٩٩)

(হে মুহাম্মাদ!)"আর আপনি আপনার পালনকর্তার এবাদত করূন, যতক্ষণ না আপনার কাছে (মৃত্যুর) নিশ্চিত কথা আসে।" -হিজর / ৯৯

১৭- সূফীবাদ দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার বা দর্শণে বিশ্বাস করে থাকে। অথচ কুরআন তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। মুসা ('আলাইহিস সালাম) এর যবাণী উল্লেখ করতঃ এরশাদ হচ্ছেঃ

(رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي) (لأعراف: الآية١٤٣)

"হে আমার রব! তোমার দীদার আমাকে দাও, যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই।"-আ'রাফ/১৪৩

গাজ্জালী স্বীয় 'ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্ দ্বীন' গ্রন্থে প্রেমিকদের ও তাদের অন্তর্দৃষ্টিসমূহের বিবরণ অনুচেছদ'-এ এই ঘটনা উল্লেখ করেন যে, "আবু তুরাব (তার বন্ধুকে লক্ষ্য করে) একদিন বলেনঃ তুমি যদি আবু ইয়াজিদ আলবুস্তামী (একজন সুফী সাধক) কে দেখতে! তখন তার বন্ধু তাকে বললঃ আমি তা থেকে ব্যস্ত। অর্থ্যাৎ তার আমার প্রয়োজন নেই। আমি তো আল্লাহকে দেখেছি। কাজেই আল্লাহ আমাকে আবু ইয়াজিদ থেকে বেপরওয়া করে দিয়েছেন। আবু তুরাব বললঃ তুমি ধ্বংস হও! তুমি তো আল্লাহকে নিয়ে ধোকায় পড়ে আছ! যদি তুমি একবার আবু ইয়াজিদ আল-বুস্ত্বামীকে দেখতে, তা হলে আল্লাহকে সত্তোর(৭০) বার দেখার চেয়ে তা তোমার জন্য অধিক উপকারী হত!" অতঃপর গাজ্জালী বলেনঃ এই ধরনের কাশ্ফ বিষয়ক ঘটনা অস্বীকার করা কোন মুমিন ব্যক্তির জন্য উচিত নয়।

আমি (লেখক) গাজ্জালীকে বলব ঃ বরং ইহা অস্বীকার করা মু'মিনের উপর ওয়াজিব। কেননা, ইহা মিথ্যা ও কুফর- যা কুরআন, হাদীছ ও সুস্থ্য বিবেক বিরোধী।

১৮- সূফীবাদ দুনিয়াতে জাগ্রত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর দীদার বা দর্শনের দাবী ও ধারণা করে। অথচ কুরআন তাদের এই দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এরশাদ হচ্ছেঃ

(وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) (المؤمنون: الآية ١٠٠)

'আর তাদের সামনে পুনরূত্থান দিবস পর্যন্ত পর্দা অর্থ্যাৎ বরযখের যিন্দেগী রয়েছে।"- মু'মিনূন/১০০

অর্থ্যাৎ তাদের সামনে পর্দা আছে। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন ও তাদের মাঝে অন্তরায় হবে।

আর কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জাগ্রত অবস্থায় দেখেছেন- এই মর্মে আমাদের নিকট কোন বর্ণনা আসেনি। তাহলে কি সূফীরা সাহাবা হ'তে উত্তম? পবিত্রময় হে আল্লাহ! ইহা তো বড় অপবাদ।

১৯- সূফীবাদ ধারণা করে যে, তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে 'ইলম' গ্রহণ করে। তারা বলেঃ "আমার ক্বলব রবের নিকট হ'তে বর্ণনা করে।"

দামেস্কে সমাহিত ইবনু আরাবী স্বীয় আল-ফুসুস গ্রন্থে বলেনঃ আমাদের মাঝে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কোন কোন খালীফা আছেন, যিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হিকমত শিক্ষা করেন, অথবা ইজতেহাদের সাহায্যে অর্জন করেন- যা তিনি মূল বিদ্যা হিসাবেও স্থির করেন। অথচ আমাদের মাঝে এমন খলীফা আছেন, যিনি আল্লাহ থেকে সরাসরি গ্রহণ করেন। কাজেই তিনি হলেন, আল্লাহর খলীফা।"

আমি বলিঃ এই কথা বাত্বিল; কুরআনের বিপরীত। কুরআনের মূল বক্তব্য এই যে, আল্লাহ মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঠিয়েছেন- যাতে তিনি আল্লাহর আদেশাবলী মানুষের নিকট পৌঁছে দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) (المائدة: الآية٦٧)

"হে রাসূল! তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা পৌঁছে দাও!" -মায়েদা/৬৭

আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি অর্জন করা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। সেটি একটি মিথ্যা ও অহেতুক কথা। অতঃপর মানুষ নিঃসন্দেহে আল্লাহর খলীফা হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ আমাদের হতে গায়েব নয় যে, মানুষ তাঁর খলীফা হবে। আমরা যখন অনুপস্থিত থাকি ও সফর করি, তখনই তিনি আমাদের খলীফা হন। অর্থ্যাৎ আমাদের পরিবর্তে তিনি আমাদের পরিবারের নিগাহবান- এই মর্মে হাদীছে এসেছেঃ

(اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل) رواه مسلم

"হে আল্লাহ! তুমিই (আমাদের) সফরের সাথী ও পরিবার পরিজনের খলীফা।"- মুসলিম

২০- সূফীবাদ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর উপর দরূদ পাঠের অধিবেশনের নামে মীলাদ মাহ্ফিল ও ইজতেমা অনুষ্ঠান করে। তারাতো নবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষা বিরোধী কাজ করে। সে কারণ তারা যিক্র, গজল ও কবিতা আবৃত্তির সময় উচচঃসরে আওয়াজ করে যার মাঝে প্রকাশ্য শিরক্ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সম্বোধন করে তাদেরকে আমি বলতে শুনেছিঃ

المدد يا عريض الجاه المدد ويا مفيض النور على الوجود المدد

يا رسول الله فرج كربنا ما رآك الكـــرب إلا وشـــرد

"সাহায্য চাই হে প্রশস্ত মর্যাদার অধিকারী সাহায্য চাই,
সকল কিছুতে নূরের বিতরণকারী ওহে সাহায্য চাই।

দূর করে দাও হে রাসূল! মোদের বিপদ।
তোমাকে দেখিবা মাত্রই পালায় বিপদ।"

আমি বলি ঃ ইসলাম আমাদের প্রতি এই বিশ্বাস আবশ্যক করে দেয় যে, সকল কিছুতে আলো বিতরণকারী এবং বিপদগ্রস্তের বিপদ দূরকারী একমাত্র মহান আল্লাহ।

২১- সূফীবাদ কবরবাসীদের নিকট বরকত চাওয়া অথবা কবরের চতুর্পার্শ্বে তাওয়াফ করা অথবা কবরের কাছে যবেহ করার তীর্থ যাত্রা করে। তারাতো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীর বিরোধী। এরশাদ হচ্ছেঃ

(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هـــذا ، والمسجد الأقصى) متفق عليه .

"তিনটি মসজিদ ছাড়া (পৃথিবীর কোথাও ছওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফর বৈধ নয়। মসজিদ ৩টি হচ্ছে আল-মাসজিদুল হারাম (কা'বা ঘর), আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী) ও আল মাসজিদুল আক্বসা।" -বুখারী ও মুসলিম

২২-সূফীবাদ তার পীর-মাশায়েখের (অনুসরণের) বেলায় অত্যন্ত কট্টরপন্থী। যদিও তা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের কথার বিরোধী হয়। অথচ মহান আল্লাহ বলেনঃ

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) (الحجرات: الآية١)

"হে ঈমানদার গণ! তোমার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না।" -হুজরাত / ১

আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(لا طاعة لأحد في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف) متفق عليه .

"আল্লাহর অবাধ্যতায় কারূ আনুগত্য নেই; আনুগত্য কেবল ভাল কাজে।"
-বুখারী ও মুসলিম

২৩- সূফীবাদ কোন কাজে ইস্তেখারা বা কল্যাণ কামনার জন্য তাবিজের নক্শা, বিভিন্ন বর্ণ ও সংখ্যা এবং তাবিজ তুমার ইত্যাদি

ব্যবহার করে। আমি বলি! ইস্তেখারার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর নামের সংখ্যার হিসাব করে কেন তারা কুসংস্কার, বিদ'আত ও শরঈয়ত বিগর্হিত বিষয়াদির প্রতি ঝুঁকে যায়? আর সহীহ বুখারীতে বর্ণিত ইস্তেখারার দু'আ ছেড়ে দেয়। অথচ যে দু'আটি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদেরকে কুরআনের সূরার ন্যায় শিক্ষা দিতেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যখন তোমাদের কেউ কোন কাজের পদক্ষেপ নেয়, তখন সে যেন দু'রাক'আত নফল সালাত আদায় করে। অতঃপর বলেঃ (এই দু'আ পাঠ করে)

دعاء الاستخارة: (اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسـئلك مـن فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم، ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللـهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر-ويسمي حاجته-خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري- أو قال: عاجله وآجله-فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هـذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري-أو قال: عاجله وآجله-فأصرفـه عـني وأصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم أرضيني به)

"হে আল্লাহ আমি তোমার ইল্‌ম-এর মাধ্যমে তোমার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। তোমার কুদরতের মাধ্যমে তোমার নিকট শক্তি কামনা করছি এবং তোমার মহান অনুগ্রহের প্রার্থনা করছি। কেননা, তুমি শক্তিধর, আমি শক্তিহীন। তুমি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞানী। হে আল্লাহ! এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজের নাম নেবে) তোমার ইল্‌ম অনুযায়ী যদি আমার দ্বীন, জীবিকা ও আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে কল্যাণকর হয় তাহলে উহা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও!। অতঃপর ইহাতে আমার জন্য বরকত দাও! পক্ষান্তরে যদি এই কাজটি তোমার ইল্‌ম অনুযায়ী আমার দ্বীন, জীবিকা ও কাজের পরিণতির দিক দিয়ে ক্ষতিকর হয় তাহলে তুমি উহা আমার নিকট হতে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকে উহা হতে দূরে

রাখো! আর যেখানেই কল্যাণ থাকুক না কেন, আমার জন্য সে কল্যাণ নির্ধারিত করে দাও! অতঃপর তাতেই আমাকে পরিতুষ্ট রাখো!" -বুখারী

২৪- সূফীবাদ রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত দরূদসমূহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, বরং এমন সব দরূদ নতুন করে আবিষ্কার করে; যাতে প্রকাশ্য শিরক্ রয়েছে এবং যা সেই নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে খুশী করবে না। যাঁর প্রতি তারা তা পাঠ করে। লেবাননী সূফী শায়খের রচিত 'আফ্জালুস্ সালাওয়াতি' কেতাবে পড়েছি, যাতে তিনি বলেনঃ

اللهم صل على محمد حتى تجعل منه الأحدية القيومية

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের প্রতি শান্তিধারা বর্ষণ করুন। এমনকি তাঁকে একত্ব ও চিরস্থায়ীত্বের স্তরে উন্নীত করে দিন!" -নাউযুবিল্লাহ

আমি বলিঃ 'একত্ব ও চিরস্থায়ীত্ব' আল্লাহর গুণাবলী ও নামসমূহের অন্যতম। অনুরূপভাবে 'দালাইলুল খাইরাত' গ্রন্থে বিদ'আতী দরূদসমূহ রয়েছে, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাজি হবেন না।

২৫- হে মুসলিম ভাই! সূফীদের আক্বীদা ও আমলসমূহ ইসলামের মানদন্ডে যাচাই করে দেখেছি যে, সুফীবাদ ইসলাম হতে বহু দূরে। আর নিঃসন্দেহে সুস্থ্য বিবেক এই সমস্ত বিদ'আত, ভ্রষ্টতা ও শরঈয়ত বিগর্হিত কার্য্যাদি - যাতে শিরক্ ও কুফরী রয়েছে- বর্জন করবে।

সূফীবাদের কতিপয় বাণী

অনেক মানুষ আছে, যারা ধারণা করে যে, সূফীবাদ ইসলামেরই একটি শাখা। তাদের মাঝে ওলী-আউলিয়া রয়েছেন। সে কারণ আমি চাই প্রত্যেক মুসলিম ভাই তাদের কথাগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখুন, যাতে অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, তারা ইসলাম ও কুরআনী শিক্ষা হতে বহু দূরে।

১- দামেস্কে সমাহিত এক জন বড় সূফী শায়েখ মহিউদ্দিন ইবনু আরাবী তার 'ফুতুহাত আল-মক্কিয়া' গ্রন্থে বলেনঃ বর্ণনাসূত্রে কোন হাদীছ সহীহ হতে পারে। তবে কাশ্‌ফওয়ালা ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখতে পান। অতঃপর তিনি নবীকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা অস্বীকার করেন। আর তাকে লক্ষ্য করে বলেনঃ আমি এই হাদীছ বলিনি এবং আমি কোন আদেশ দেইনি। কাজেই তিনি জেনে নেন যে, হাদীছটি যঈফ। সে কারণে রবের স্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে এই হাদীছটির উপর আমল পরিত্যাজ্য। যদিও বর্ণনা সূত্রের বিশুদ্ধতার কারণে হাদীছবেত্তাগণ ইহার উপর আমল করে থাকেন। অথচ বিষয়টি অনুরূপ নয়।"

উপরোক্ত কথাগুলো "আল আহাদীছ আল-মুশ্‌তাহারা লিল'আলূনী" নামক কিতাবের ভূমিকায় রয়েছে। ইহা জঘন্য কথা। নবীর হাদীছের উপর আঘাত এবং ইমাম বুখারী ও মুসলিম-এর ন্যায় হাদীছ বিশারদ বিদ্বানদের উপর অপবাদ দেয়া।

২- ইবনু আরাবী ইয়াহুদী, খৃস্টান, পৌত্তলিক ও ইসলাম ধর্মসহ সকল ধর্মের সমন্বয়ে এক ধর্ম গণ্য করা প্রসঙ্গে বলেনঃ

وقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي ... إذا لم يكن ديني إلى دينه دان

فأصبح قلبي قابلاً كل حالة ... فمرعى لغزلان ودير لرهبان

وبيت لأوثان وكعبة طائف ... وألواح توراة ومصحف قرآن

'যখন ছিল না তার ধর্মে
ধর্মাধীন ধর্ম আমার
ঘৃনিতাম তখন সাথীরে আমি
দিনপূর্ব আজিকার
আজি হৃদয় আমার প্রসন্ন
স্বাগতের তরে সব হালত
কি হরিণের চারণ ভূমি
কি পাদরীর গৃহ এবাদত।
মূর্তিগৃহ হৌক আর
কা'বা কিছু লোকের
তাওরাতের খন্ড হৌক
পাড়ুলিপি কুরআনের।

আল-কুরআনে ইবনু আরাবীর উক্ত কথার খন্ডন করতঃ এরশাদ হচ্ছেঃ

(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (آل عمران:٨٥)

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন (ধর্ম) তালাশ করে, কষ্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থ।" -আল ইমরান ঃ ৮৫

৩- ইবনু আরাবী এই ধারণা করে যে, আল্লাহই মাখুলক, আর মাখলুকই আল্লাহ। তারা উভয়ে একে অন্যের এবাদত করে। সে তার নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা তা উদ্দেশ্য করে। (সে বলে)ঃ

فيحمدني وأحمده ويعبدني وأبعده

"তিনি আমার প্রশংসা করেন এবং আমিও তার প্রশংসা করি। আর তিনি আমার এবাদত করেন এবং আমিও তার এবাদত করি।"

৪- ইবনু আরাবী স্বীয় 'ফুসুস' গ্রন্থে বলেঃ

إن الرجل حينما يضاجع زوجته إنما يضاجع الحق

"নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীর সাথে আলিঙ্গান করে সে 'হক্ব' তা'য়ালাকেই আলিঙ্গান করে।" -নাউযুবিল্লাহ

৫- সুফী নাবলুসী উক্ত কথার ব্যাখ্যায় বলেঃ إنما ينكح الحق অর্থ্যাৎ "সে অবশ্যই 'হক' তায়ালার সাথে সহবাস করে।"-নাউযুবিল্লাহ

৬-সূফী আবু ইয়াজিদ আল-বুস্তামী আল্লাহকে সম্বোধন করে বলেনঃ "(হে আল্লাহ!) আমাকে তোমার ওয়াহদানিয়্যাত বা একত্ববাদে মন্ডিত কর! আমাকে তোমার রাব্বানিয়্যাতের বসন পরিধান করিয়ে দাও! আর আমাকে তোমার একত্বাবাদের মঞ্জিলে উঠিয়ে নাও, যাতে তোমার সৃষ্টি যখন আমাকে দেখে, তখন তারা যেন বলেঃ 'আমরা তোমাকেই দেখলাম।' আর সে তার সম্বন্ধে বলেঃ

سبحاني سبحاني ، ما أعظم شأني ، الجنة لعبة صبيان

"আমি পবিত্রময় সত্ত্বা, আমি পবিত্রময় সত্ত্বা, কতই না, বড় আমার শান। জান্নাত বালকের খেলনা।"

৭-জালালুদ্দীন বলেনঃ আমি মুসলিম তবে আমি খৃস্টান, ও যরাদাশ্‌তী। আমার একক কোন এবাদত গৃহ নেই; রবং মসজিদ, গীর্জা অথবা মৃত গৃহ সবই সমান।

৮-ইবনুল ফারিজ স্বীয়, আত- তায়িবা কাব্যে বলেনঃ ক্বায়েসের জন্য লায়লার আকৃতিতে, কুছায়েরের জন্য আযযার আকৃতিতে এবং জামিল-এর জন্য বুছায়নার আকৃতিতে আল্লাহই নূরের ঝলকরূপে প্রকাশ পেয়েছেন। সে স্বীকার করে যে, ইহা হক তা'লায়ার তজল্লির অংশ বিশেষ।

৯-সূফী রাবে'আহ আদভিয়াহকে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তুমি কি শয়তানকে অপসন্দ কর? জবাবে সে বললঃ "আল্লাহর জন্য আমার ভালবাসা আমার অন্তরে কাউকে অপসন্দ করা অবশিষ্ট রাখে না।" আর সে আল্লাহকে সম্বোধন করতঃ বলেঃ (হে আল্লাহ!) আমি যদি তোমার

জাহান্নামের ভয়ে তোমার এবাদত করে থাকি, তাহলে সে জাহান্নামের অগ্নি দ্বারা আমাকে পুড়িয়ে মার!" অথচ আল্লহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করেন। এরশাদ হচেছঃ

(قوا أنفسكم وأهليكم نارا) (التحريم: لآية٦)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নাম হ'তে বাঁচাও!" - আত-তাহরীম / ৬

উক্ত সুফী নারী রাবে'আহ প্রসঙ্গো তারা বলেন, সে ছিল এক জন গায়িকা ও বাদক বাজানেওয়ালী মেয়ে। তাই কি করে কুরআনের বিপরীতে তার কথা গ্রহণ করা যায়?

১০-সুদানের নব্য সুফী শায়েখ ওসমান আল-বুরহানী [৪] একটি কিতাব রচনা করেন- যার নামকরণ করেন "ইন্তেসারূ আউলিয়া-ইর রাহমান 'আলা আউলিয়া-ইশ-শাইত্বান।" আর এখানে 'আউলিয়া-উশ্ শাইত্বান' দ্বারা ওহ্হাবী ও ইখ্ওয়ানুল মুসলিমীনদেরকে উদ্দেশ্য করেন।

(৪) সুদানের আদালত তাকে হত্যার আদেশ দেয়। অতঃপর তাকে হত্যা করা হয়।

সূফীদের কারামতসমূহ

সূফীরা ধারণা করে যে, তাদের কিছু ওয়ালী আউলিয়া আছেন- যাদের অনেক কারামত আছে। এক্ষণে তাদের আউলিয়া কর্তৃক প্রকাশিত কিছু কারামাত আমি সম্মানিত পাঠকদের খিদমতে পেশ করব। তাতে দেখা যাবে যে, এগুলো সবই উদ্ভট, ভ্রষ্টতা ও কুফরী। শা'রানী প্রণীত "আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা"-এর বর্ণনা মতে সূফী আউলিয়াদের কারামাতসমূহঃ

১-আর তিনি (জনৈক সূফী সাধক) খৃস্টানদের পাগড়ীর ন্যায় নক্‌শা করা একটি হালকা পাগড়ী পরিধান করতেন। আর তার দোকানটি দুর্গন্ধযুক্ত ও নোংরা ছিল। যত মরা কুকুর ও দুম্বা পেতেন তা তিনি দোকানের ভিতরে রেখে দিতেন। সে জন্য কেউ তার নিকট বসতে পারত না। আর তিনি মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়ে রাস্তায় কুকুরের পানি পান করার পাত্র হতে পবিত্রতা অর্জন (ওজু) করতেন। অতঃপর গাধার প্রস্রাবের স্থান দিয়ে অতিক্রম করতেন।

২-আর তিনি যখন কোন মহিলা অথবা দাঁড়ি গযাবার পূর্বেকার কোন কিশোরকে দেখতে পেতেন, তখন তিনি তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়তেন। আর তার নিতম্ব স্পর্শ করতেন। চাহে সে আমীর অথবা মন্ত্রীর ছেলে হোক। এমন কি যদিও তার পিতা অথবা অন্য যে কারূর উপস্থিতিতে হোক। এ ক্ষেত্রে তিনি কোন মানুষের প্রতি তাকাতেন না।

৩-শা'রাণী তার সূফী গুরূ আলী উহাইশ্ সম্পর্কে বলেনঃ তিনি যখন শহরের কোন প্রধান বা অন্য কাউকে দেখতে পেতেন, তখন তাকে গাধার উপর থেকে নামিয়ে দিতেন। আর তাকে বলতেনঃ গাধাটির মাথা ধরো, যাতে ইহার সাথে মিলন করি। যদি শহরের প্রধান এতে অস্বীকার করতেন তাহলে তিনি তাকে জমিতে (প্যারাগ মেরে আটকানোর ন্যায়) আটকিয়ে রাখতেন। ফলে তিনি এক কদমও চলতে পারতেন না।

৪-শা'রাণী তাঁর সূফী গুরূ মুহাম্মদ আল খুজারী সম্পর্কে বলেনঃ শায়েখ আবুল ফাযল আস্‌সারসী জানান যে, একদা কোন এক জুম্'আয়

তিনি তাদের মাঝে আগমন করলেন। অতঃপর তারা তাঁর নিকট খুৎবা দানের আবেদন জানালো। তিনি মিম্বরে আরোহন করলেন আল্লাহর একক প্রসংশা ও গুণকীর্তণের পর বললেনঃ

أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام

"আমি স্বাক্ষ্য দিচিছ যে, ইবলিস (আঃ) ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ নেই।" (নাউযুবিল্লাহ) অতঃপর জনগণ বলে উঠলঃ লোকটি কুফুরী করেছে। তখন তিনি তরবারী উচিয়ে মিম্বর থেকে নেমে পড়লেন। আর সকল জনগণ জামে মসজিদ হ'তে (ভয়ে) পালিয়ে গেল।

অতঃপর তিনি আসরের আযান পর্যন্ত মিম্বরে বসে থাকলেন। কারূ সাহস হলো না জামে মসজিদে প্রবেশের। এরপর পার্শ্ববর্তী শহরের কিছু লোক আসল। প্রত্যেক শহরের লোকেরা বলল, তিনি তাদের নিকট খুৎবা দিয়েছেন ও তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করেছেন। আমরা গুণে দেখলাম সেদিনও তার প্রদত্ত খুৎবা ছিল ৩০টি। অথচ দেখছি তিনি আমাদের এখানে খুৎবায় বসা।

সূফীবাদের নিকট জিহাদ

সূফীবাদের নিটক সঠিক জিহাদ খুবই কম। তাদের ধারণা মতে তারা নিজেদের নফসের সাথে জিহাদে ব্যস্ত। তারা (তাদের মতের সমর্থনে) একখানা হাদীছ বর্ণনা করেন যা শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেন। আর সেটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণীঃ

(رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس)

"আমরা ছোট জিহাদ হতে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এলাম। আর তা হচেছ- নফসের জিহাদ।" তবে এই হাদীছটি বিদ্বানদের কেউ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীসমূহ হতে বর্ণনা করেননি। বরং কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বক্তব্য এই যে, কাফেরদের সাথে জিহাদ করা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় সমূহের মাঝে সবচেয়ে বড়। এখানে জিহাদ সম্পর্কে সূফীবাদের কিছু কথা উদ্ধৃত করা হলোঃ

১-শা'রাণী বলেনঃ আমাদের থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গৃহীত হয়েছে যে, আমরা আমাদের ভাইদেরকে আদেশ দেব যেন তারা যুগ ও সে যুগের অধিবাসীদের সাথে তাল মিলিয়ে চলে। তাদের উপর আল্লাহ কাউকে মঞ্জিল দান করলে তাকে যেন তারা কখনও তুচ্ছ মনে না করে। যদিও দুনিয়া ও দুনিয়ার নেতৃত্বের বিষয় হয়।

২-ইবনু আরাবী বলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন জাতির উপর কোন যালিম শাসক চাপিয়ে দেন, তখন তার বিরুদ্ধে উত্থান করা ওয়াজিব নয়। কেননা, সে আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের জন্য শাস্তিস্বরূপ।

৩-দু'জন বড় সূফী নেতা ইবনু আরাবী ও ইবনুল ফারেজ ক্রোসেড যুদ্ধে বেঁচেছিলেন। কিন্তু তাদের কাউকে যুদ্ধে অংশ নিতে অথবা যুদ্ধের প্রতি আহবান জানাতে কিংবা তারা তাদের কোন কবিতায় অথবা গদ্যে মুসলিমদের উপর নেমে আসা বেদনায় অনুভূতি প্রকাশ করতে আমরা শুনিনি। উপরন্তু তারা মানুষকে দৃঢ়তা দিয়ে বলতেনঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ

সব কিছু দেখছেন। কাজেই মুসলিমগণ ক্রোসেডদেরকে ছেড়ে দিক! তারা তো ঐ আকৃতিতে এলাহী জাত বৈ আর কিছু নয়।

৪-গাজ্জালী স্বীয় কিতাব 'আল-মুনক্বিয মিনাজ্ জালাল'-এ সূফীবাদের ত্বরীকা অনুসন্ধানকালে বলেন, ক্রোসেড যুদ্ধের সময় তিনি কখনও দামেস্কের গুহায় আবার কখনও বাইতুল মুকাদ্দাসের বড় পাথরের আড়ালে নির্জনে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। আর দু'বৎসরের অধিককাল পর্যন্ত তিনি উভয় নির্জন কক্ষের দরজা বন্ধ করে রাখতেন। অতঃপর যখন ক্রোসেডদের হাতে ৪৯২ হিঃ সনে বাইতুল মুকাদ্দেসের পতন ঘটল, তখন গাজ্জালী সামান্য বীরেব লড়াইও করেননি। এমন কি ইহা পুনরুদ্ধারের জন্যও জিহাদের ডাক দেননি। অথচ তিনি বাইতুল মুকাদ্দেসের পতনের পর আরও ১২ বৎসর বেঁচেছিলেন।

আর তিনি তাঁর কিতাব 'ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্ দ্বীন'-এ জিহদ বিষয়ে মোটেও কোন আলোচনা করেন নি। বরং তিনি এতে অনেক কারামত বিষয়ে আলোচনা করেছেন, যা সবই অবান্তর ও কুফরী। [উক্ত কিতাব ৪/৪৫৬ পৃঃ দ্রঃ]

৫-'তারিখুল আরবিল হাদীছ ওয়াল মা'আসির' গ্রন্থ প্রণেতা উল্লেখ করেন যে, সূফীবাদ পন্থীরা অনেক অবান্তর ও বিদ'আতের প্রসার ঘটিয়েছে। আর তারা যুদ্ধের বেলায় পিছু টান পথ এখতিয়ার করেছে। এমন কি আধিপত্যবাদীদের পক্ষে গোয়েন্দাদের ন্যায় তাদেরকে তারা ব্যবহার করেছে।

৬-মুহাম্মাদ ফাহর শাক্বফা আস-সূরী স্বীয় 'আত-তাসাউফ' গ্রন্থের ২১৭ পৃঃ বলেনঃ বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক সত্যের আলোকে আমাদের প্রতি আবশ্যক যেন আমরা উল্লেখ করি যে, সিরিয়ার ফ্রান্সি আধিপত্যকালে তারা সূফীবাদের তিজানীয়াহ ত্বরীকার প্রসারে চেষ্টা করেছিল। এই গুরূত্ব আদায়ের জন্য ফ্রান্সি শাসক শ্রেণী কতিপয় সুফী শায়েখ ভাড়া করেছিল। ফ্রান্সের প্রতি ঝুঁকে যায় এমন একটি জাতি তৈরির জন্য তারা তাদের প্রতি সম্পদ ও স্থান পেশ করেছিল। কিন্তু মরক্কোর মুজাহিদরা দেশের নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গকে তিজানীয়া ত্বরীকার

ভয়াবহতা সম্পর্কে সংগ্রাম করতে সতর্ক ভূমিকা পালন করে। (তারা বুঝাতে সক্ষম হয় যে, ধর্মীয় লিবাসে ইহা একটি ফ্রান্সি আধিপত্য লাভের কূটকৌশল। ফলে প্রচন্ড প্রতিবাদের মুখে আধিপত্যবাদীদের হাত হতে দামেস্কের পুরো পতন ঘটে।"

মানুষের নিকট ওলী দ্বারা উদ্দেশ্য

[

অধিকাংশ মানুষের নিকট ওলী দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি যার ক্ববরে বড় গোম্বুজ থাকে অথবা যাকে মসজিদে দাফন করা হয়। আর (কথিত) এই ওলীর প্রতি কখনও এমন অসত্য অবান্তর কোন কোন কারামাত জুড়িয়ে দেওয়া হয়। যাতে (সাধারণ জনগণকে ধোকা দিয়ে) তারা অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ ও ভক্ষণ করতে পারে।

আর গুম্বুজের চিন্তা ও বিদ'আতী আচার-অনুষ্ঠান যা দারূজ নামীয় শি'আ ফিরকা উদ্ভাবন করেছে এবং তারা নিজেদের নামকরণ করেছে ফাত্বেমী বলে। যাতে তারা মানুষদেরকে মসজিদ থেকে বিমূখ করতে পারে। আর ঐ সমস্ত গুম্বুজ ও বিদ'আতী আড্ডার মূলতঃ কোন ভিত্তি নেই; বরং সবই অবান্তর। এমন কি হুসাইন (রাজি আল্লাহু আনহু)-এর ক্ববর ও মিসরে নয়। তিনি তো ইরাকে শহীদ হয়েছিলেন।

আর মসজিদে দাফন করা ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের কাজ যা হ'তে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সতর্ক করেছেন। এরশাদ হচ্ছেঃ

(لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) متفق عليه.

"ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের প্রতি আল্লাহর লা'নত। তারা তাদের নবীদের ক্ববরসমূহকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে।" -বুখারী ও মুসলিম

কোন কোন মানুষ ধারণা করে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মসজিদেই মাদফুন হয়েছিলেন। ইহা বড় ভ্রান্ত কথা

কেননা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বাসগৃহেই দাফনপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। উমাইয়া শাসন পূর্ব পর্যন্ত ৮০ বৎসর কালব্যাপী তার কুবর সেই অবস্থায়ই ছিল। অতঃপর উমাইয়া শাসকগণ প্রশস্ত করে কুবরকে তাতে শামিল করে নেয়। (তবুও একটি প্রাচীর দ্বারা কুবরকে মসজিদ হতে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করে রাখা আছে। যাতে কেউ কুবরকে মসজিদ হিসেবে গণ্য না করে।)-অনুবাদক

অনেক মুসলিম তাঁদের মৃতদেরকে মসজিদে দাফন করে থাকেন। বিশেষতঃ কোন শায়েখ হলে তো আর কথা নেই। অতঃপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলেই তাতে গম্বুজ তৈরি করেন এবং তার চতুর্পার্শ্বে তাওয়াফ করেন। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তার নিকট সাহায্য তবল করেন। আর (এভাবেই) তারা শিরকে পতিত হয়ে যান। অথচ মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

(وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً) (الجـن:١٨)

"আর নিঃসন্দেহে সিজদার স্থানসমূহ কেবল আল্লাহর। অতএব, আল্লাহ্‌র সাথে আর কাউকেও ডেকো না।" -সূরা জ্বীন/১৮

ইসলামের মসজিদসমূহ মৃতদের দাফনের কুবরস্থান নয়; বরং সেগুলো সালাত ও এককভাবে আল্লাহর এবাদতের জন্য। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমানঃ

(لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) رواه مسلم

"কুবরের দিকে মুখ করে তোমরা সালাত আদায় কর না এবং কুবরের উপরে তোমরা বসো না।" -মুসলিম

হে মুসলিম ভাই! কুবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা অথবা তাতে উপবেশন হতে সতর্ক হৌন।

আর-রাহমন-এর আউলিয়া

১- আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেনঃ

(ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُــــونَ)

(يونس:٦٢ ، ٦٣)

"অবহিত হও! যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের কোন ভয় নেই। আর তাঁরা চিন্তিতও হবে না। যারা ঈমান এনেছে ও তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে।"

-ইউনূস/ ৬২,৬৩

২- আল্লাহ্ বলেনঃ (إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ) (لأنفال: الآية٣٤)

"মুত্তাক্বীরাই কেবল আল্লাহর ওলী।" -আনফাল/ ৩৪

৩-আল-কুরআনে ওলী বলতে ঐ মুসলিমকে বুঝায়- যে আল্লাহকে ভয় করে চলে; তাঁর নাফরমানী করে না। তাঁকেই ডাকে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে না। এই ধরনের পরহেজগার ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়া, তাঁর প্রতি সীমালঙ্ঘান করা ও তাঁর সম্পদ ভক্ষণ করা হতে আল্লাহ্ সাবধান করে দিয়েছেন। হাদীছে কুদ্ছিতে আল্লাহ্ এরশাদ ফরমান ঃ

(من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب .....) رواه البخاري

"যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর উপর দুশমনি/সীমালঙ্ঘান করবে, আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম...।" -বুখারী

কখনও এই ধরনের তাওহীদবাদী ফরমাবরদার মুসলিম ওলীর দ্বারা মহান আল্লাহ্ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কখনও কোন কারামত প্রকাশ ঘটিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। এ ধরনের ওলায়েত/বন্ধুত্ব ও কারামতের কথা কুরআনুল কারীমে ছাবিত রয়েছে। এর প্রমাণে মরইয়াম ('আলাইহাস্ সালাম)-এর ঘটনা প্রনিধানযোগ্য। তিনি আপন গৃহে থেকেই যখন রিয্ক ও খাদ্য প্রাপ্তা হতেন। তাঁর শানে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

(كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) (آل عمران: الآية٣٧)

"যখনই যাকারিয়া মিহরাবে তাঁর (মরয়মের) কাছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেনঃ মারইয়ম! কোথা থেকে এ সব তোমার কাছে এলো? তিনি বলতেনঃ এসব আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এসেছে। আল্লাহ্ যাকে ইচছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।" -আলে-এমরান/ ৩৭

অতএব, ওলায়েত ও কারামত প্রমাণিত। তবে ইহা কেবল ফরমাবরদার তাওহীদবাদী মু'মিন থেকেই প্রকাশ পাবে। সালাত পরিত্যাগকারী অথবা গুনাহে লিপ্ত কোন ফাসেক ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। উপরন্তু কেরামত প্রকাশ হওয়ার জন্য ওলী হওয়ার শর্তারোপও করা হয়নি; বরং কুরআনুল কারীম শর্ত করেছে কেবল ঈমান ও তাক্বওয়াকে।

শয়তানের আউলিয়া

গোনাহের উপর আস্ফালনকারী কিংবা গায়রূল্লাহর নামে সাহায্য প্রার্থনাকারী ফাসেকের হাতে কোন কারামত প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। আর গায়রূল্লাহর নামে সাহায্য প্রার্থনা করা মুশরিকদের কাজ। কাজেই (এহেন মুশরিক/পাপী ব্যক্তি) কি করে সম্মানিত আউলিয়াদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে?

অনুরূপভাবে কারামত বাপ-দাদার পৈত্রিক সম্পত্তি সূত্রেও হয় না; বরং তা ঈমান ও নেক কর্ম দ্বারা হয়। এমনিভাবে কারামত প্রকাশ পেতে পারে না কোন বিকৃতকারীর হাতে। যারা তাদের গায়ে তরবারীর আঘাত করা, অথবা আগুন খেয়ে ফেলার দ্বারা (কেরামতের দাবী) করে। কেননা, ইহা শয়তান ও অগ্নিপূজকদের কাজ। এটি একটি ধারাবাহিকতা মাত্র, যেন তারা ভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়ে পড়ে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেনঃ

(ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين) (الزخرف:٣٦)

"যে ব্যক্তি রাহমানের দস্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী।"

–যুখরূফ / ৩৬

এ ধরনের কর্মকান্ড ইসলাম সমর্থন করে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহা করেননি এবং তাঁর পরে তাঁর সাহাবারাও তা করেননি। সেটি নতুন আবিষ্কৃত বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত, সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেনঃ

(إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة)

رواه الترمذي وقال حسن صحيح .

"তোমরা নবাবিষ্কৃত বিষয়াদী হতে বেঁচে থেকো! কেননা, সকল নবাবিষ্কৃত বিষয়ই হচেছ বিদ্'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতের পরিণাম ভ্রষ্টতা।" -তিরমিযি (হাসান সহীহ)

ভারতবর্ষের কাফেরগণ উহার চেয়ে বেশি (অলৌকিক কান্ড করে থাকে। যেমনটি ইবনে বাতুতা-তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে এবং শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহঃ) স্বীয় কিতাবসমূহে তাদের উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন। তবুও কি আমরা তাদের তরফ থেকে বলব যে, তাদের আউলিয়াদের কারামত রয়েছে (?) বরং এটি শয়তানী কর্ম। এর সম্পাদনকারীকে কঠিনভাবে ভ্রষ্টতায় নিক্ষেপের এটি একটি ধারাবাহিকতা মাত্র। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ এরশাদ ফরমান ঃ

(قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا) (مريم: الآية٧٥)

"বলুন! যারা গুমরাহীতে আছে, দয়াময় আল্লাহ তাদেরকে যথেষ্ট অবকাশ দেবেন।" –মারইয়ম ঃ ৭৫

ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্খা

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেনঃ

(وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً) (لأعراف: من الآية٥٦)

"আর তোমরা তাঁকে (আল্লাহ) ডাকো ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্খা সহকারে।" - আ'রাফ / ৫৬

মহান পবিত্রময় আল্লাহ তাঁর জাহান্নামের আযাবের ভয়ে এবং জান্নাত ও নিয়ামতের আশায় তাঁর বান্দাহদেরকে তাদের স্রষ্টা ও মা'বুদকে ডাকার (এবাদতের) জন্য আদেশ করেন। যেমন আল্লাহ্ সূরা হিজর-এর মধ্যে বলেনঃ

(نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ) (الحجر:٤٩ ، ٥٠)

"আপনি আমার বান্দাহদেরকে জানিয়ে দিন, নিঃসন্দেহে আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর আমার শাস্তিই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" -হিজর / ৪৯,৫০

কেননা, আল্লাহর ভয় বান্দাহকে তাঁর নাফরমানী ও নিষিদ্ধ বিষয়াদি হ'তে দূরে রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। আর তাঁর জান্নাত রহমত লাভের আশা বান্দাহকে নেক আমল সম্পাদন ও যে সব কাজ তার রবকে সন্তুষ্ট করে, তা আদায় করতে অধিক আগ্রহান্বিত করে।

এই আয়াতে শারীফা যা যা নির্দেশ করেঃ

১- বান্দাহ তাঁর রবকেই ডাকবে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তার ডাক শুনেন ও তার ডাকে সাড়া দেন।

২- আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে না ডাকা। যদিও তিনি নবী, ওলী অথবা ফেরেশ্‌তা হোন! কেননা, সালাত যেমন এবাদত;তেমনি দু'আও একটি এবাদত - যা আল্লাহ ছাড়া আর কারুর জন্য (সম্পাদন করা) জায়েয নয়।

৩- বান্দাহ্ তার রবকে তাঁর জাহান্নামের ভয়ে ও জান্নাতের আশায় ডাকবে।

৪- অত্র আয়াতটিতে সূফীদের ভ্রান্ত উক্তির খন্ডন করা হয়েছে। কেননা, তারা আল্লাহ্‌র ভয়ে কিংবা তাঁর নিকট যে সমস্ত (নিয়ামত) রয়েছে তার আশায় তাঁর এবাদত করে না। অথচ ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্খা এবাদতের শ্রেণীসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ নাবীদের প্রশংসা করেন যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ। এরশাদ ফরমান ঃ

(إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَـــا خَاشِـــعِينَ)

(الانبياء: الآية ٩٠)

"নিশ্চয় তাঁরা সৎকর্মসমূহে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, তাঁরা আশা ও ভীতিসহকারে আমাকে ডাকতেন এবং তাঁরা ছিলেন আমার কাছে বিনীত।" -আম্বিয়া ঃ ৯০

৫- অত্র আয়াতটিতে 'আল-আরবাঈন -আল নব্বীয়া কিতাবের উপরও প্রতিবাদ রয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর বানী ঃ

(إنما الأعمال بالنيات) হাদীছখানার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম নব্বী বলেনঃ যদি কোন আমল পাওয়া যায় এবং তার সাথে নিয়্যাতযুক্ত হয়, তাহলে তার ৩টি অবস্থা হয়ে থাকে। যথা ঃ

প্রথমতঃ আমলটি সে সম্পাদন করবে আল্লাহ্‌র ভয়ে। আর এটিই একজন দাসের এবাদত।

দ্বিতীয়ঃ আমলটি সে সম্পাদন করবে জান্নাত ও ছাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে। আর এটাই একজন ব্যবসায়ীর এবাদত।

তৃতীয়তঃ সে আমলটি সম্পাদন করবে আল্লাহ্ হ'তে লজ্জা করে এবং যথার্থ বন্দেগী ও শুকরিয়া আদায়ের নিমিত্তে। আর এটা একজন স্বাধীন বান্দাহ্‌র এবাদত।

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রতি টিকা নির্দেশ করতঃ সায়্যিদ মুহাম্মাদ রশীদ রেযা স্বীয় 'মাজমু আতুল হাদীছ আন-নাজদিয়ায়' বলেনঃ এ বিভক্তিটি

হাদীছের সূক্ষ্ম জ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বানদের কথার চেয়ে সূফীদের কথার সাথে অধিকতর সাদৃশ্যশীল। বিশুদ্ধ কথা এই যে, পরিপূর্ণ বন্দেগী হলো ভয়ভীতি ও আশা-আকাঙ্খার মাঝে সমন্বয় করা। ভয় সহকারে আমল করা। যাকে তিনি গোলামের এবাদত বলে আখ্যা দিয়েছেন। অথচ আমরা সবই আল্লাহর গোলাম। আর আল্লাহর ছাওয়াব ও অনুগ্রহের আশায় আমল করা যাকে তিনি ব্যবসায়ীর এবাদত বলে নামকরণ করেছেন।

আমি বলি! সূফী শায়েখ মুতাওয়াল্লী আশা-শা'রানী তার পুস্তিকায়-এ 'আক্বীদার কথাই বিধৃত করেছেন। এমন কি তিনি তাতে আরও অতিরঞ্জন করেছেন। আর টিলিভিশনে আল্লাহর বাণী(ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) আতায়াংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেনঃ আর তাঁর এবাদতে কাউকে শরীক করো না। এখানে 'কাউকে' বলতে জান্নাত উদ্দেশ্য। অর্থ্যাৎ জান্নাত লাভের আশায় এবাদত করা শিরক্।

ক্বাসীদাতুল বুরদা সম্পর্কে
আপনি কি জানেন?

কবি 'আল-বুসায়রী'-এর এই কবিতা/ক্বাসীদা জনগণ বিশেয়তঃ সূফীদের নিকট বেশি পরিচিত। যদি আমরা এর অর্থ নিয়ে ভাবী, তাহলে আমরা দেখতে পাব এতে কুরআনুল কারীম ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাতের অনেক বিরোধিতা রয়েছে। তিনি তার কবিতায় বলেনঃ

١- يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به   سواك عند حلول الحادث العمم

(এক) "ওহে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ তব ভিন্ন মোর নাহি কেহ আর
ব্যাপক মুসীবত আপতিতে লইব আশ্রয় তার।"

কবি রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আর তাঁকে সম্বোধন করে বলেনঃ সাধারণ বিপদ আসলে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য আপনি ব্যতীত আর কাউকে আমি পাইনি। আর ইহা 'শিরকুল আকবার' বা বড় শিরক্, যা তাওবা না করলে মুশরিককে চির জাহান্নামী করে দেয়। সে প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ

(وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ)

(يونس:١٠٦)

"আর আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডেকো না, যে তোমার ভাল করবে না মন্দও করবে না। বস্তুতঃ তুমি যদি এমন কাজ কর, তা হলে তখন তুমিও যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" -ইউনুস / ১০৬

এখানে যালেমদের অন্তর্ভুক্ত দ্বারা মুশরিকদের অন্তভুক্তি হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুলুম।

আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমান ঃ

(من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار) رواه البخاري

"যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে (অর্থাৎ আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে) ডাকে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" -বুখারী

٢- فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم

(দুই) কবি বলেনঃ

"দুনিয়া ও তাতে আছে যা সব তোমার বদান্যতা
লৌহ ও কলম-এর ইলম যে তোমার বিদ্যাবত্তা।"

ইহা কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কেননা, কুরআনে আল্লাহ বলেনঃ

(وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى) (الليل:١٣)

"আর নিশ্চই আমি অবশ্যই ইহকাল ও পরকালের মালিক।" আল-লাইল/১৩

কাজেই দুনিয়া ও আখেরাত আল্লাহর পক্ষ হ'তে আল্লাহরই সৃষ্টির অন্তর্গত। ইহা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদান্যতা ও

তাঁর সৃষ্টি নয়। আর লাওহ মাহফূযে যা কিছু আছে, তার ইলম্ রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাখেন না। একক আল্লাহ্ ব্যতীত ইহার ইলম্ আর কেউ জানে না। সুতরাং ইহা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রসংশায় সীমা লংঘন ও অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি। যার ফলে স্থির করেছে- দুনিয়া ও আখেরাত তাঁর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদ্যান্যতারই ফল এবং লওহে মাহফূযের ইলম তিনি জানেন- এই ধারণা। বরং (তারা এও বলে থাকে যে) লাওহে মাহফূযে যা কিছু আছে, তা সবই তাঁর জ্ঞান-এরই ফল। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে এরূপ বাড়াবাড়ি হতে নিষেধ করতঃ এরশাদ ফরমান ঃ

(لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)

رواه البخاري

"মরইয়ম তনয় ঈসাকে নিয়ে খৃস্টানরা যেভাবে বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা আমাকে নিয়ে সেভাবে বাড়াবাড়ি করো না! আমি তো কেবল একজন বান্দাহ। অতএব, তোমরা বলঃ আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল!"- বুখারী

٣- ما سامني الدهر ضيماً واستجرت به   إلا ونلت جواراً منه لم يضم

(তিন) কবি বলেনঃ

"যুগের দাহন পীড়া ক্লিষ্ট বেদনায়
চেয়েছি যত সান্নিধ্য তার পেয়েছি দুর্লভ আশ্রয়।"

কবি বলেনঃ যে কোন রোগ-ব্যাধি অথবা দুশ্চিন্তায় যখন তাঁর নিকট শেফা চেয়েছি অথবা দুশ্চিন্তা মুক্তি চেয়েছি, তিনি আমাকে শেফা করেছেন এবং আমার চিন্তামুক্ত করে দিয়েছেন। অথচ কুরআনে ইব্রাহীম (আঃ)-এর বাচনিক উদ্ধৃতি উল্লেখ করতঃ এরশাদ হচ্ছেঃ

(وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) (الشعراء: ٨٠)

"আর যখন আমি অসুস্থ্য হই, তিনিই (আল্লাহ)আমাকে শেফা দেন।"
- আল- শু'আরা / ৮০

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

(وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ) (الأنعام: الآية١٧)

"আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই।" -আন'আম/১৭

আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(إذا سالت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله) رواه الترمذي وقال حسن صحيح .

"যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহর কাছে করবে। আর যখন সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহর নিকটেই সাহায্য চাইবে।"-তিরমিযী (হাসান সহীহ)

٤- فإن لي ذمة منه بتسميتي محمداً وهو أوفى الخلق بالذمم

(চার) কবি বলেনঃ

"রেখেছি নাম মুহাম্মাদ তাই চুক্তি তার সাথে আমার
তিনিই তো শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি পুরণে অঙ্গীকার।"

কবি বলতে চান! আমার নাম মুহাম্মাদ। সে কারণে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে আমার চুক্তি রয়েছে যে, তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এই চুক্তি সে কোথেকে পেল? অথচ আমরা জানি, অনেক ফাসেক ও সমাজতান্ত্রিক মুসলিমের নাম রয়েছে মুহাম্মাদ। তবে কি মুহাম্মাদ নামে নামকারণই তাদেরকে জান্নাতে নিষ্কলুষ প্রবেশ করিয়ে দেবে? অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেনঃ

(سليني من مالي ما شئتِ لا أغني عنك من الله شيئاً) رواه البخاري

"(হে ফাত্বেমা!) যা ইচছা আমার সম্পদ থেকে চেয়ে নাও! (রোজ কিয়ামতে) আল্লাহর হক্বের বেলায় আমি তোমার কোন উপকারে আসব না।" -বুখারী

٥- لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم

(পাঁচ) কবি বলেনঃ

"আমার রবের রহমত যবে বন্টন হয় সম্ভবতে
ভাগে আসে তা নাফরমানীর পরিমাণ মতে।"

ইহা অসত্য কথা। যদি নাফরমানী অনুপাতে রহমতের পরিমাণ আসত, তা হলে কবির কথা অনুযায়ী অধিক রহমত লাভের আশায় বেশি নাফরমানী করা মুসলিম-এর উপর আবশ্যক হয়ে পড়ত। এ ধরনের কথা কোন মুসলিম ও জ্ঞানী বলতে পারে না। কেননা, ইহা আল্লাহর বাণীর বিপরীত। আল্লাহ বলেনঃ

(إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) (لأعراف: الآية٥٦)

"নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।" আরাফ ঃ ৫৬

আল্লাহ তা'য়ালা আরও বলেনঃ

ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون) (لأعراف:١٥٦)

"আর আমার রহমত সবকিছুর উপর পরিব্যাপ্ত। সুতরাং তা তাদের জন্য লিখে দেব -যারা ত্মকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দান করে এবং যারা আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে।" -আ'রাফ / ১৫৬

٦- وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم

(ছয়) কবি বলেনঃ

"প্রয়োজনের তরে দুনিয়ার দিকে
কেমনে কর তুমি আহবান,
অথচ, যে (মুহাম্মাদ) না হলে না হত
শূণ্য থেকে দুনিয়ার উত্থান।"

কবি বলেনঃ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) না হলে দুনিয়া সৃষ্টি হত না। আল্লাহ তার এ কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এরশাদ করেনঃ

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (الذريات:٥٦)

"আমি মানব ও জ্বিন জাতিকে কেবল আমার এবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।" -জারিয়াত / ৫৬

এমন কি এবাদতের জন্য ও ইহার প্রতি দাওয়াতের জন্য খুদ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

(وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) (الحجر:٩٩)

অর্থাৎ "ইয়াক্বীন তথা মৃত্যু আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের এবাদত কর!" -আল-হিজর / ৯৯

٧- أقسمت بالقمر المنشق إن له   من قلبه نسبة مبرورة القسم

(সাত) কবি বলেনঃ

"কসম করি আমি দ্বি-খন্ডিত চাঁদের
তাতে আছে কসমের পূর্ণতা,
কেননা, মুহাম্মাদের হৃদয়ের সাথে
আছে তার গভীর সখ্যতা।"

কবি চাঁদের কসম খাচেছন। অথচ রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(من حلف بغير الله فقد أشرك) حديث صحيح رواه أحمد

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম খাবে সে শিরক করবে।"
-আহমদ (হাদীছ সহীহ)

অতঃপর কবি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সম্বোধন করতঃ বলেনঃ

٨- لو ناسبت قدره آياته عظماً أحيا اسمه حين يدعى دراس الرمم

(আট) কবি বলেনঃ

"যদি তাঁর মু'জেজাসমূহ
মহত্বের সাথে মিশে যায়,
তবেই নাম নিয়ে ডাকিলে তাঁর
পঁচাগলা লাশ জীবন পায়।"

অর্থাৎ যদি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'জেযাসমূহ তাঁর মহত্ত্বের সাথে মিলিত হয়, তাহলে মৃতদেহ যা পচে গলে নিশ্চিহ্ন প্রায় হয়ে গেছে, তা রাসূলে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামের স্মরণেই জীবিত হয়ে ওঠে এবং নড়াচড়া করে। ইহা এ কারণে সংঘটিত হচেছ না যে, আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যথার্থ মু'জেযা প্রদান করেন নি। রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'হক' দেন নাই- এই মর্মে ইহা যেন আল্লাহর প্রতি প্রতিবাদ করা (নাউযুবিল্লাহ)।

ইহা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক নবীকে উপযুক্ত মু'জেযাসমূহ দান করেছেন। যেমন- ঈসা ('আলাইহিস্ সালাম) কে অন্ধ ও কুষ্ঠরোগী ভাল করা এবং মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার মু'জেযা দান করেছেন। আর আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কুরআনুল কারীম, পানি ও খাদ্য বৃদ্ধি ও চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত করা ইত্যাদি মু'জেযা দান করেছেন।

আশ্চর্য্য কথা যে কোন কোন মানুষ বলেঃ এই ক্বাসিদা/কবিতাকে বুরদাহ ও বুরাআহ বলা হয়। কেননা, তাদের ধারণা মতে এই ক্বাসিদার লিখক অসুস্থ ছিলেন। অতঃপর তিনি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখতে পেলেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে তাঁর যুব্বা দান করে দিলেন। অতঃপর তিনি তা পরিধান করলে রোগ মুক্তি লাভ করেন!

এই ক্বাসীদার গুরূত্ব বাড়াবার জন্য এটি একটি মিথ্যা ও বানায়োট কথা। এ ধরনের কুরআন ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হিদায়ত বিরোধী কথায় কি করে তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সন্তুষ্ট হবেন; অথচ তাতে পরিষ্কার শিরক রয়েছে!

ইহা জ্ঞাত কথা যে জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আগমন করে তাঁকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লক্ষ্য করে বললঃ (ما شاء الله وشئت)

অর্থাৎ 'আল্লাহ যা চান এবং আপনিও যা চান।' তখন তাকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

(أجعلتني لله نداً ؟ قل ما شاء الله وحده) رواه النسائي بسند حسن .

"তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করেছ? বল! আল্লাহ এককভাবে যা চান।" -নাসায়ী (সনদ হাসান)

হে মুসলিম ভাই! এই ক্বাসিদা এবং অনুরূপ কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হিদায়ত বিরোধী কবিতা পাঠ হতে বিরত হোন! আশ্চর্য এই যে, কোন কোন মুসলিম দেশে এই ধরনের আবৃত্তি কথা দ্বারা কবর অভিমুখে তাদের মরদেহ শোকযাত্রা করে থাকেন। তারা এই ভ্রষ্টতার সাথে আরও একটি বিদ'আত সংযুক্ত করেন। অথচ জানাযাসমূহ বহনকালে নিরবতা পালন করতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদেশ করেছেন।

(لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)

'দালাইলুল খাইরাত'
কিতাব সম্পর্কে কি জানেন?

অতঃপর মুহাম্মাদ ইবন সুলাইমান আল- জাযূলী প্রণীত 'দালাইলুল খাইরাত' কিতাব খানা ইসলামী বিশ্বে ব্যাপক প্রসারিত। বিশেষতঃ মসজিদসমূহে ইহা বিদ্যামান। মুসলিমগণ বেশি পরিমাণে ইহা পাঠ করে থাকেন । বরং কখনও তারা কুরআনের উপরে ইহাকে প্রাধান্য দেন। আর জুম'আর দিনে তো কোন কথা নেই।

অর্থনৈতিক ও দুনিয়াবী স্বার্থের লোভে প্রকাশকগণ ইহার প্রকাশে মেতে ওঠেন। আখেরাতের যে ক্ষতি তাদের পাবে- সে দিকে তারা কোন নযর দেন না। আমার কাছে যে কপি খানা আছে, তার কভারে লিখা আছেঃ "আল-হারামাইন প্রেস প্রকাশনা ও বিতরণ সিঙ্গাপুর, জিদ্দা।"

যদি কোন বিবেকবান স্বীয় ধর্মীয় বিধি বিধানের সম্যক জ্ঞানী মুসলিম কিতাবখানার পাতা উল্টান, তাহলে তাতে শরঈয়ত বিরোধী অনেক বড় বড় বিষয় দেখতে পাবেন। তন্মধ্যে বিশেষ কতিপয় বিরোধিতা নিম্নরূপঃ

১- লেখক কিতাবখানার ভূমিকার ১২ পৃঃ বলেনঃ "আমি সুমহান হযরতের সাহায্য প্রার্থনা করি... ।" ইহা দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করেন।

আমি বলি ঃ এই কথাটি কুরআনুল কারীমের বিপরীত যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য কামনা জায়েয করে না। আল্লাহ তাঁর প্রজ্ঞাময় কিতাবে বলেনঃ

(بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) (آل عمران:١٢٥)

"হ্যাঁ, যদি তোমরা সবর কর এবং বিরত থাকো! আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তা হলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাযার ফেরেশ্‌তা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন।"

-আলে-এমরান/ ১২৫

অনুরূপভাবে 'দালাইলুল খাইরাত' কিতাবের কথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীরও বিপরীত। এরশাদ হচ্ছে ঃ

(إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسعن بالله) رواه الترمذي وقال حسن صحيح .

"যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহর কাছেই করবে! আর যখন কোন বিষয়ে সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহর নিকটেই সাহায্য চাইবে!"

- তিরিমিযী (হাসান সহীহ)

২- আবুল হাসান আশ-শাযলী নসর বলেন যা তা ৭ নং টীকায় লিখিত আছেঃ

يا هو ، يا هو ، يا هو ، يا من بفضله لفضله نسألك العجل

'ওহে তিনি, ওহে তিনি, ওহে তিনি, ওহে যার অনুগ্রহ দ্বারা যার অনুগ্রহ (কামনা করা হয়), আমরা তোমার নিকট দ্রূততা কামনা করি।"

আমি বলিঃ 'ওহে' শব্দটি আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটি একটি সর্বনাম যা তার পূর্ববর্তী শব্দের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে। সে কারণ এর পূর্বে (يا) 'হে' সূচক অব্যয় দ্বারা আহবান করা জায়েয নয়। যেমনটি সুফীরা করে থাকে। ইহা তাদের পক্ষ থেকে একটি বিদ'আত। আল্লাহর নামসমূহে তারা বাড়িয়ে থাকেন যা তাঁর (নামসমূহের) মধ্যে নেই।

৩- অতঃপর লেখক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এমন কিছু নাম ও গুণের কথা উল্লেখ করেন, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারূর জন্য শোভা পায় না। ইহা পরিষ্কার যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীতেই তাঁর নামসমূহের কথা বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হচেছঃ

(إن لي أسماء أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد ، وقد سماه الله رؤوفاً رحيماً) رواه مسلم .

"নিশ্চয়ই আমার কতিপয় নাম রয়েছেঃ আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমদ, আমি মাহী অর্থাৎ আমি সেই ব্যক্তি যে, আমার দ্বারা আল্লাহ্ কুফরী মিশিয়ে দেন। আর আমি আল-হাশির। অর্থাৎ আমি সেই ব্যক্তি যে, আমার পদদ্বয়ের উপর মানুষের হাশর ঘটানো হবে। আর আমি আল-আক্বিব। যার পরে আর কোন (নবী) নেই। আর আল্লাহ তাঁর নাম রেখেছেন- রা'উফুর রাহীম।" - মুসলিম

আবু মুসা আশ্'আরী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে তাঁর নিজের কতিপয় নাম জানালেন। অতঃপর তিনি বলেন,

(أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة) رواه مسلم

"আমি মুহাম্মাদ (প্রশংসিত), আহমদ (প্রশংস্যতম), আল-মুক্বাফ্‌ফা (বিন্যাসকারী), আল-হাশির (সমবেতকারী), নাবীউত্ তাওবা (তাওবার নবী) ও নাবীউর রহমাত (রহমতের নবী) ।" -মুসলিম

৪- রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামসমূহ যা 'দালাইলুল খাইরাত' কিতাবে উল্লেখ করেছেন, তা (উক্ত কিতাবের) ৩৭-৪৮ পৃষ্ঠা দ্রঃ। (আর তা হচেছঃ) মুহ্‌য়ি, মুনজ্‌জি, নাসির, গাউছ, গিয়াছ, সা-হিবুল ফারাজ, কাশিফুল কার্‌ব ও শাফী।" অর্থাৎ জীবনদাতা, নাজাতদাতা, সাহায্যকারী, ফরিয়াদ শ্রবণকারী, মুক্তিদাতা, বিপদ দূরকারী ও শেফাদাতা।"

আমি বলিঃ এই সকল নাম ও গুণাবলী আল্লাহ ছাড়া আর করূর জন্য শোভা পায় না। অতএব, হায়াতদাতা, নাজাতদাতা, সাহায্যকারী, আশ্রয়দাতা, রোগমুক্তিকারী বিপদ-আপদ দূরকারী ও মুক্তিদানকারী হলেন একমাত্র পাক জাত আল্লাহ্ তা'য়ালা। আল-কুরআন সে দিকেই নির্দেশনা দিয়েছে। ইব্রাহীম ('আলাইহিস্ সালাম) এর বাচনিক উদ্ধৃতি উল্লেখ করতঃ এরশাদ হচেছ ঃ

(الذي خلقني فهو يهدين ، والذي هو يطعمني ويسقين ، وإذا مرضت فهو يشفين ، والذي يميتني ثم يحيين) (الشعراء:٧٨-٨١)

“যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। যিনি আমাকে আহার ও পানীয় দান করেন। আর যখন আমি অসুস্থ হই, তখন তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেন। যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তিনিই আবার পূনর্জীবন দান করবেন।” -আশ-শো'আরা / ৭৮ - ৮১

আর আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বলে দেয়ার জন্য তাঁর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদশে করেনঃ

(قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشَداً) (الجن:٢١)

“বলুন! আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়নের মালিক নই।” -জ্বিন / ২১

মহান আল্লাহ আরও বলেনঃ

(قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ) (الكهف: الآية١١٠)

“বলুন! আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহী হয় যে,তেমাদের ইলাহ-ই একমাত্র একক ইলাহ।” - কাহাফ / ১১০

আমি বলিঃ 'দালাইলুল খাইরাত' প্রণেতা কুরআনের খেলাফ করেছেন এবং আসমা ও সিফাতের বেলায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সমান করে দেখেছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা থেকে মুক্ত। যদি তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুনতেন, তাহলে ইহার প্রবক্তাকে শিরকে আকবর তথা বড় শিরককারী হিসেবে হুকুম দিতেন।

জনৈক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আগম করে তাঁকে বললঃ (ما شاء الله وشئت)

'আল্লাহ যা চান এবং আপনিও যা চান' তখনই (লোকটিকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ “তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করেছ? বল! আল্লাহ এককভাবে যা চান।”

- নাসাঈ (সনদ হাসান)

আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমানঃ

(لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد ، فقولوا عبد الله ورسوله)

رواه البخاري .

"মরইয়ম তনয় ঈসাকে নিয়ে খৃস্টানরা যেভাবে বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা আমাকে নিয়ে সেভাবে বাড়াবাড়ি করো না। আমি তো কেবল একজন বান্দাহ। অতএব, তোমরা বলঃ আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল।" -বুখারী

এখানে বাড়াবাড়ি দ্বারা উদ্দেশ্য প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করা। আর কিতাব ও সুন্নাতে যা বর্ণিত হয়েছে সেই আলোকে প্রশংসা করা বৈধ।

৫-অতঃপর লেখক স্বীয় গ্রন্থের ৪১-৪২ পৃষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আরও কিছু নাম উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ মুহাইমিন, জব্বার ও রূহুল কুদুস। অথচ রাসূলের জন্য এ ধরনের সিফাত কুরআন অস্বীকার করে।

কুরআনে তাঁকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্বোধন করে এরশাদ হচ্ছেঃ (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ) (الغاشية:٢٢)

"আপনি তাদের উপর শাসক (শক্তি প্রয়োগকারী)নন।" -আল-গাশিয়্যাহ/২২

অন্যত্র আল্লাহ বলেনঃ (وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ) (قٓ: الآية٤٥)

"আপনি তাদের উপর জোরজবরদস্তিকারী নন।" -সুরা ক্বা-ফ /৪৫

আর রূহুল কুদুস হলেন জিব্রীল ('আলাইহিস্ সালাম)। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেনঃ

(قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ) (النحل: الآية١٠٢)

"বলুন! একে 'রূহুল কুদ্দুস' তথা পবিত্র ফেরেশ্‌তা তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্যসহ নাযিল করেছেন।" -নাহল/ ১০২

৬-অতঃপর গ্রন্থ প্রণো এমন কিছু গুণের কথা উল্লেখ করেছেন, যা রাসূল তো দূরের কথা এ কাজ মুসলিমকেও শোভা পায় না। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ। লেখক রাসুলের

নাম ও গুণ সম্পর্কে বলেনঃ উহাইদ, আজীর ও জারছুমা। 'দালাইলুল খাইরাত'/৭৭-১১৫

গ্রন্থের শুরুতে লেখক রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে উলুহিয়্যাতের দরজায় পৌঁছে দিলেন। যেমনঃ মুইয়ি, নাসির, শাফ ও মুনজি ইত্যাদি গুণ বৈশিষ্ট্য যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর এখানে এসে রাসূলকে নিকৃষ্ট জীবাণু ও ভাড়াটে পর্যায়ে নামিয়ে দিলেন - নাউযুবিল্লাহ। এ ধরনের হীন কথায় দেহ কেঁপে যায় ও মন শিউরে ওঠে। মানুষের কাছে ইহা বিদিত যে, সেটি (জরছুমা) হচ্ছে ক্ষতিকর মিল রোগের ন্যায় একটি জীবাণু- যা প্রতিষেধকের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ থেকে একেবারেই পবিত্র মুক্ত। তিনি তো উম্মতের কল্যাণ করেছেন। রিসালতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর শিক্ষা দ্বারা মানুষকে যুলুম, শিরক্ ও বিভক্তি হতে উদ্ধার করে ন্যায় নিষ্ঠা ও তাওহীদের প্রতি পরিচালিত করেছেন। যদিও জীবাণু দ্বারা মূল কারণ ও উদ্দেশ্য করে থাকেন, তবুও তা সঠিক নয়।

৭- অতঃপর এ অবান্তর কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য এমন মিথ্যা সিফাত সাব্যস্ত করতে ফিরে এসেছেন যাতে রয়েছে এমন শিরক- যা আমল বাতিল করে দেয়। তিনি তার কিতাবের ৯০ পৃষ্ঠায় বলেনঃ

اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار ، واخضرت من بقية ماء وضوءه الأشجار.

"হে আল্লাহ! ঐ নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ কর, যার নূরে ফুলসমূহ সুশোভিত হয়ে ওঠেছে এবং তাঁর ওজুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা সবুজ শ্যামল হয়ে উঠেছে বৃক্ষরাজি।"

অথচ মহান আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন বৃক্ষরাজি। আর তিনি তার ফুলসমূহ করেছেন সুশোভিত ও তাতে সবুজ রঙ দান করেছেন।

৮- অতঃপর গ্রন্থের ১০০ পৃষ্ঠায় বলেনঃ সকল কিছুর অস্তিত্বের মূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। যদি তিনি তদ্বারা উদ্দেশ্য করেন- সকল অস্তিত্ব সম্পন্ন বিষয়াদি আল্লাহ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য সৃষ্টি করেছেন, তা হলে তা মিথ্যা কেননা, মহান আল্লাহ বলেনঃ

(وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون) (الذريات:٥٦)

"আমি জ্বিন ও ইনসান জাতিকে কেবল আমার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" -যারিয়াত ঃ ৫৬

৯- অতঃপর গ্রন্থের ১৮৯ পৃষ্ঠায় লেখক বলেনঃ

اللهم صل على محمد ما سجعت الحمائم ، وحمت الحوائم ، وسرحت البهائم ، ونفعت التمائم .

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ-এর প্রতি কবুতর ঝাঁকের বাকুম বাকুম ডাকের, জ্বরসমূহের উষ্ণতা, চতুষ্পদ জন্তুর বিচরণশীলতা ও তাবিজ-তুমারের উপকার পরিমাণ শান্তিধারা বর্ষণ করুন!"

এ ধরনের কথাগুলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীর বিরোধী। যেখানে তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাবিজ-কবজ হতে নিষেধ করছেন। এরশাদ হচ্ছেঃ

(من تعلق تميمة فقد أشرك) حديث صحيح رواه أحمد

"যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো, সে শিরক করল।" -আহমদ, সহীহ

আর তামিমাহ বা তাবিজ বলা হয় কু-দৃষ্টি প্রতিরোধের জন্য পশুর চামড়া বা কাগজের টুকরা ইত্যাদির ন্যায় যা কিছু সন্তানের শরীরে, গাড়ি অথবা বাড়িতে লটকানো হয়। সেটি শিরক-এর অন্তর্গত। আর লেখকের কথা কুরআনের বিপরীত। কুরআন বলে- উপকার করা বা ক্ষতি সাধন আল্লাহর তরফ থেকে হয়। এরশাদ হচ্ছে ঃ

(وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (الأنعام:١٧)

"আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান।" -আন'আম / ১৭

১০- 'দালাইলুল খাইরাত' গ্রন্থ প্রণেতা আল-জাযুলী বলেনঃ

اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء ، وارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء ، وبارك على محمد، حتى لا يبقى من البركة شيء، وسلم على محمد حتى لا يبقى من السلام شيء .

"হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের প্রতি এমনভাবে সালাত পেশ কর, যাতে সালাতের কিছু অবশিষ্ট না থাকে। মুহাম্মাদ-এর প্রতি এমনভাবে রহমত নাযিল কর, যাতে রাহমতের কিছু অবশিষ্ট না থাকে। মুহাম্মাদের প্রতি এমন বরকত দাও! যাতে বরকতের কিছু বাকি না থাকে। আর মুহাম্মাদের প্রতি এমন সালাম/শান্তিধারা বর্ষণ কর, যাতে শান্তিধারার কিছুই বাকী না থাকে!"- ঐ ৬৮ পৃষ্ঠা

ইহা ভ্রান্ত কথা যা কুরআনের খেলাফ। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

(قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا) (الكهف:١٠٩)

"বলুন! আমার পালনকর্তার কথা লিখার জন্য যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার আগে সে সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে। যদিও আমরা এনে দেই অনুরূপ আরও একটি সমূদ্র!"
-কাহাফ /১০৯

১১- গ্রন্থের শেষে গ্রন্থকার সালাতুল মাশিশিয়া নামে এক প্রকার দরূদ-এর কথা উল্লেখ করেন, যা ২৫৯-২৬০ পৃষ্ঠার টীকায় রয়েছে। ইহার উদ্ধৃতি এইঃ

اللهم صل على من منه إنشقت الأسرار ، وانفلقت الأنوار ، وفيه ارتقت الحقائق ... ولا شيء إلا هو به منوط إذا لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط .

"হে আল্লাহ! ঐ নবীর প্রতি শান্তিধারা বর্ষণ করূন, যার অনুগ্রহে গোপন রহস্যসমূহ বিদীর্ণ হয়েছে। আলোসমূহ উদ্ভাসিত হয়েছে এবং সত্যসমূহ পূর্ণতা লাভ করেছে। তিনি ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। আর (আল্লাহ) তার উপর নির্ভরশীল। যদি তাঁর মাধ্যম না হত, তাহলে যেমন বলা হয় যার (নিকট পৌছার) জন্য মাধ্যম স্থির করা হয়, সেই বিলীন হয়ে যেত।"

আমি বলিঃ প্রথমাংশের কথাটি বাতিল। আর শেষাংশটি জ্ঞানহীনের প্রলাপ। অতঃপর গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠায় এই দু'আর অবশিষ্টাংশে বলেনঃ

وزج بي في بحار الأحدية ، وانشلني من أوحال التوحيد ، وأغرقني في عين بحر الوحدة ، حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها .

"আমাকে একত্ববাদের সাগরে ভাসিয়ে দাও! আমাকে তাওহীদের ময়লা-আর্বজনা হতে উঠিয়ে নাও এবং আমাকে একত্বাদের সমূদ্র ঝরণায় ডুবিয়ে দাও! যেন আমি ইহা ব্যতীত আর কিছু না দেখি, না শুনি ও না অনুভব করি।"

লক্ষ্য করূন হে মুসলিম ভাই! এ দু'আতে দু'টি বিষয় রয়েছেঃ

এক- তার কথা (আমাকে তাওহীদের ময়লা-আবর্জনা হতে উঠিয়ে নাও!) তবে কি তাওহীদের ময়লা-আবর্জনা আছে? নিশ্চয়ই এবাদত ও দু'আয় আল্লাহর তাওহীদ পরিচ্ছন্ন তাতে কোন প্রকার ময়লা ও আবর্জনা নেই। যেমনটি ইবনে মাশীশ ধারণা করে থাকে। প্রকৃত পক্ষে নবী অথবা ওলীদের ন্যায় গায়রূল্লাহর নিকট দু'আ চাওয়ার মাঝে কদর্য ও ময়লা রয়েছে। আর এটিই শিরকে আকবার তথা বড় শিরকের অন্তর্গত। যা আমল পন্ড করে এবং সম্পাদনকারীকে চির জাহান্নামী করে দেয়।

দুই- তার কথাঃ (আমাকে নিয়ে একত্ববাদের সাগরে ভাসিয়ে দাও! আর আমাকে একত্ববাদের সমুদ্র ঝরণায় ডুবিয়ে দাও!)

ইহা একশ্রেণীর সূফীদের অদ্বৈতবাদী বিশ্বাস। যা তাদের পুরোধা দামেস্কে সমাহিত ইবনু আরাবী তার 'আল-ফতুহাত আল মাক্কিয়াহ' গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন।

তিনি বলেন ঃ

العبد رب والرب عبد　　　ياليت شعري من المكلف؟

إن قلت عبد فذاك حق　　　وإن قلت رب فأنى يكلف ؟

"বান্দাহই রব আর রবই বান্দাহ। আহা! যদি জানতাম কে দায়িত্বশীল? যদি বলি বান্দাহ, তা হলে এটাই সত্য। অথবা যদি বলি রব, তবে তিনি কোথা হতে দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেন?"
লক্ষ্য করূন! কিভাবে সে বান্দাহকে রব আর রবকে বান্দাহ স্থির করল? ইবনে আরাবী ও ইবনে মাশীশ-এর (সূফীদ্বয়ের) নিকট রব ও বান্দাহ উভয়ই সমান। যা 'দালাইলুল খাইরাত' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।

১২- লেখক গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেনঃ

اللهم صل على كاشف الغمة ومجلي الظلمة ومولي النعمة ومؤتي الرحمة ٠

অর্থাৎ হে আল্লাহ! মেঘমালা বিদূরণকারী, আঁধারকে আলোকময়কারী, নিয়ামত-এর অভিবাবক ও রহমতদাতা (মুহাম্মাদ-এর) উপর শান্তিধারা বর্ষণ কর!"
আমি বলি! ইহা প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি, যা ইসলাম মেনে নেবে না।

১৩- আলী বিন সুলতান মুহাম্মাদ আলক্বারী (সূফী) স্বীয় 'আল হিযবুল আ'জম' নামীয় কাব্যগুচ্ছে - যা 'দালাইলুল খাইরাত/১৫-এর টীকায় ছাপা আছে - বলেনঃ

اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের নেতা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর প্রতি শান্তিধারা বর্ষণ করূন- যার নূর সৃষ্টির অগ্রবর্তী।"
আমি বলি! ইহা বাতিল কথা। (নিম্নোক্ত) হাদীছ ২টি ইহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এরশাদ হচ্ছে ঃ

(إن أول ما خلق الله القلم) رواه أحمد وصححه الألباني

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বপ্রথম ক্বলম সৃষ্টি করেন।" -আহমদ, (আলবাণী সহীহ বলেছেন)

(أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر)

পক্ষান্তরে "সর্ব প্রথম আল্লাহ তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন হে জাবের!"-হাদীছখানা মুহাদ্দিসদের নিকট মিথ্যা, বানাওয়াট ও বাতিল।

১৪-'দালাইলুল খাইরাত' গ্রন্থের কোন কোন সংখ্যার শেষ কাসীদা/কবিতায় এসেছেঃ

يا أبي خليل شيخنا وملاذنا قطب الزمان هو المسمى محمد

"হে বাবা! গুরূধন কুত্বে যামান
তিনি তো গুরূ মুহাম্মাদ আমাদের আশ্রয়স্থান।"

কবি বলেনঃ নিশ্চয় যে তার সূফী শায়খ মুহাম্মাদ-এর কাছে আশ্রয় চায় ও বিপদ-আপদে তাঁরই দিকে সে প্রত্যাবর্তন করে। আর ইহা শিরক। কেননা, মুসলিম আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে না এবং বিপদে কারূর দিকে প্রত্যাবর্তন করে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ চিরঞ্জীব ও ক্ষমতাবান। পক্ষান্তরে তার (ঐ কবির) সূফী শায়খ মৃত অক্ষম; কোন উপকার সাধন ও ক্ষতি করতে পারেন না।

সে এও ধারণা করে যে, তার শায়খ 'কুতবুয্ যামান'। এটা সূফীদের বিশ্বাস। তারা বলেনঃ পৃথিবীতে কতেক কুতুব আছেন, তারা পৃথিবীর বিষয়াদি আবর্তন-বিবর্তন করেন। এমন কি (এই সূফীরা) তাদের কুতুবদেরকে পৃথিবী নিয়ন্ত্রণে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। অথচ পূর্ব যুগের মুশরিকরা পর্যন্ত এই বিশ্বাস পোষণ করত যে, পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক/পরিচালক একমাত্র আল্লাহ।

আল্লাহ বলেনঃ

(قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ) (يونس:٣١)

'বলুন! আসমান ও যমীন থেকে কে তোমাদেরকে রূযী দান করে। অথবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের

ভেতর থেকে এবং মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? আর কে কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থা করেন? তখন তারা বলে উঠবেঃ আল্লাহ।" - ইফনুস / ৩১

১৫-'দালাইলুল খাইরাত' গ্রন্থে সহীহ দু'আও বর্ণিত আছে। তবে তাতে বিদ্যমান পুর্বোল্লিখিত বড় বড় ধ্বংসাত্মক (আক্বীদা-বিশ্বাস) পাঠকের আক্বীদায় বিপর্যয় ঘটিয়ে দেবে। যদি সে তা বিশ্বাস করে! কাজেই সঠিক দু'আসমূহ তার উপকারে আসতে পারে এমনটি ভাবা যায় না। আর কিতাবে তো অনেক অনেক ভুলভ্রান্তি আছে। কেউ যদি বিস্তারিত জানতে চান তা হলে উস্তাদ মুহাম্মাদ মাহদী ইস্তাম্বুলী প্রণীত 'কুতুবুন লাইসাত মিনাল ইসলাম' গ্রন্থখানা পাঠ করে দেখতে পারেন। সে গ্রন্থটিতে তিনি 'দালাইলুল খাইরাত' ক্বাসীদায়ে বুরদাহ, মাওলিদুল 'আরূস' ত্বাবাকাতুল আউলিয়া লিশ্ শা'রাণী, ও তাইয়্যাতু ইবনিল ফারিজ, আন্ওয়ারূল কুদসিয়্যাহ, আত্তানভির ইস্কাতি তাদ্বীর, মি'রাজ ইবনু আব্বাস ও আল হিকামু লিইবন আতাউল্লাহ্ আল ইস্কান্দারী ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ যা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে লেখক চেয়েছেন। কেননা, তাতে মুসলিমদের আক্বীদায় ক্ষতিকর প্রভাবকারী এমন সব বিষয় রয়েছে।

১৬- হে মুসলিম ভাই! এ সব কিতাব পাঠ হতে বিরত হোন! আপনি শায়খ ইসমাইল আল-ক্বাজী প্রণীত ও মুহাদ্দিস আলবানী কর্তৃক তাহক্বীক্বকৃত, 'ফজলুস্ সালাত 'আলান্ নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিতাবখানা পাঠ করূন! অনুরূপভাবে 'যাইনূদ্দীন ওয়ায়িলী প্রণীত 'দলিলুল খাইরাত' নামক একটি নতুন কিতাব রয়েছে। সেখানে লিখক বিশুদ্ধ দরূদ ও দু'আসমূহ সংকলন করেছেন। 'দালাইলুল খাইরাত' যা আপনাকে শিরক্ ও গুনাহে পতিত করবে- তা থেকে আপনার জন্য ইহাই যথেষ্ট হবে।

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وكرهنا فيه وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم ٠

সমাপ্ত

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
زينو، محمد جميل
الصوفية في ميزان الكتاب والسنة. / محمد جميل زينو؛ محمد هارون حسين. - الرياض، ١٤٢٤هـ
٦٤ ص، ١٤ × ٢٠ سم
ردمك: ٠-٦-٩٢٢٩-٩٩٦٠
(النص باللغة البنغالية)
١- الصوفية
أ- حسين، محمد هارون (مترجم) ب- العنوان
ديوي ٢٦٠ ٦٥١٠/ ١٤٢٤

رقم الإيداع: ٦٥١٠/ ١٤٢٤
ردمك: ٠-٦-٩٢٢٩-٩٩٦٠

الطبعة الأولى
١٤٢٤هـ

الصوفية

في ميزان الكتاب والسنة

تأليف : محمد جميل زينو

ترجمه إلى اللغة البنغالية :

محمد هارون حسين

المكتب التعاوني للدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات بمحافظة الطائف

هاتف : ٧٣٤٤٣٨٨ - ٧٣٤٦٨١٨ فاكس : ٧٣٦٠٨٢٢ - ص.ب:٤١٥٥